নেশমিয়ে হোক্সা

শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের বিষয়ে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর বিপ্লবী নীতির কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন

নেশমিয়ে হোক্সা

আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ইনস্টিটিউট অব মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক

শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের বিষয়ে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর বিপ্লবী নীতির কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন

১

শ্রেণী-সংগ্রাম: সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি

২

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রেণী-সংগ্রামের সঠিক বিকাশের ক্ষেত্রে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর প্রলেতারীয় অবস্থান

দি ‘৮ নেন্তরি’ পাবলিশিং হাউস
তিরানা, ১৯৭৭

আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর ৭ম কংগ্রেসের ধারণাসমূহ বিস্তারের বাতাবরণে পিএলএ-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ইনস্টিটিউট অব মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট স্টাডিজ এবং তিরানা জেলার পার্টি কমিটি জুন ২৭, ১৯৭৭ তারিখে একটি বৈঠক আয়োজন করে, যেখানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পিএলএ-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ইনস্টিটিউট অব মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক কমরেড নেশমিয়ে হোক্সা *পার্টি, রাষ্ট্রীয় অঙ্গসংস্থা, সামরিক বাহিনী, গণসংগঠন, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষস্থানীয় ক্যাডারগণ, প্রচারকবর্গ প্রমুখের অংশগ্রহণে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলির সম্মুখে* 'শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের বিষয়ে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর বিপ্লবী নীতির কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন' *শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।*

এই বৈঠক শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর বৈজ্ঞানিক সেশনসমূহের উদ্বোধন করে, যা দেশের বিভিন্ন জেলায় ইনস্টিটিউট অব মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট ও জেলাসমূহের পার্টি কমিটিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত বক্তৃতা ছাড়া ঐ সেশনগুলোতে 'সমাজতন্ত্রের পর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম', 'মতাদর্শিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের একটি বৃহৎ ও জটিল ক্ষেত্র', 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামের কতিপয় সমস্যা', 'পার্টির অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রাম, পার্টির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী পার্টি হিসেবে অপরিবর্তিত থাকার নিশ্চয়তা' *শীর্ষক আরো চারটি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামের সমস্যার উপর কতিপয় সহযোগী বক্তৃতা ও রচনাংশ প্রদান করা হয়।*

এই বুকলেটটিতে রয়েছে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মুখপত্র 'রুগা ই পার্টিজে'-এ সংখ্যা ৬, তিরানা, ১৯৭৭-এ প্রকাশিত 'শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের বিষয়ে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর বিপ্লবী নীতির কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন' *শীর্ষক বক্তৃতাটি।*

পার্টির ৭ম কংগ্রেসে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতি যাতে তা সব সময় সঠিক পন্থায় এবং দৃঢ়চিত্তভাবে পরিচালনা করা যায়।

"বিপ্লবকে বিকশিত করা এবং সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের সংগ্রামে পার্টির নেতৃত্বে আমাদের জনগণ যে প্রধান সাফল্য ও বিজয়সমূহ অর্জন করেছেন", কমরেড এনভার হোক্সা ৭ম কংগ্রেসে উল্লেখ করেছেন, "তা এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যে পার্টি শ্রেণী-সংগ্রামের লাইনকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে জনগণের মধ্যে ও পার্টির বিভিন্ন স্তরে তা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করেছে"[1]

অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের তাৎপর্য ও প্রয়োগের বিষয়ে তাদের স্ব-স্ব অবস্থান মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সাথে সংশোধনবাদীদের পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছে। শ্রেণী-সংগ্রামকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীগণ শ্রেণীসমাজের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করেন এবং শ্রেণীশত্রু, তাদের নীতি ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে আপোষহীনতার ভিত্তিতে মৌলিকভাবে বিপ্লবী পন্থায় তা পরিচালনা করেন। সংশোধনবাদীরা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শ্রেণীশত্রুদের সাথে আপোষের নীতি, শ্রেণী-সংগ্রামকে নির্বাপিত করার নীতি অনুসরণ করে থাকে– শুধু যখন তারা প্রকাশ্যে এই সংগ্রামকে অস্বীকার করে তখনই নয়, এমনকি যখন তারা মৌখিকভাবে একে স্বীকার করে নেয়, তখনো।

আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার[2] সবসময়ই শ্রেণী-সংগ্রামকে তাদের নীতি এবং বাস্তব কাজের ভিত্তি করেছে। শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পার্টি তার বিপ্লবী অভিজ্ঞতার আলোকে এই সংগ্রামের নীতি এবং কর্মকাণ্ডকে আরো বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছে।

আমি কেবল শ্রেণী-সংগ্রাম-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের ওপর আলোচনা করব যেগুলো পার্টির ৭ম কংগ্রেসে রাখা হয়েছে, যে প্রশ্নগুলোর সার্বজনীন নীতিগত চরিত্র রয়েছে, যার সাথে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ক্ষেত্রে এ সংগ্রাম বিকশিত করার ব্যাপারটি জড়িত।

১

শ্রেণী-সংগ্রাম: সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি

শ্রেণী-সংগ্রাম হলো প্রধান চালিকাশক্তি, শুধু বিবদমান শ্রেণী বিরাজিত সমাজেই নয়, বরং শ্রেণীতে বিভক্ত প্রত্যেকটি সমাজেই– সমাজতান্ত্রিক সমাজ সহ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান ধ্রুপদী শিক্ষকগণ শ্রেণী-সংগ্রামকে বর্ণনা করেছেন 'যা সমাজের বিকাশকে নির্ধারণ করে সেই শক্তি', 'ইতিহাসের প্রকৃত চালিকাশক্তি', 'সব ধরনের বিকাশের ভিত্তি এবং তার চালিকাশক্তি' হিসেবে।

এটা কি আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্যও সত্য, যেখানে শোষক শ্রেণীগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং যেখানে অন্যান্য খুব গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিগুলোর উত্থান হয়েছে?

কেননা যতোদিন পর্যন্ত না "কে জয়ী হবে?" এই প্রশ্নটির পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে, যতোদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যে দ্বন্দ্বই মৌলিক দ্বন্দ্ব হিসেবে থেকে যাচ্ছে – অর্থাৎ সাম্যবাদে পৌঁছা না পর্যন্ত – ততোদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শিক্ষকগণ শ্রেণী-সংগ্রামের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মর্মার্থের পরিবর্তন ঘটবে না। শ্রেণী-সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য সকল চালিকাশক্তির সারবস্তু। কেবল শ্রেণী-সংগ্রামের গভীর উপলব্ধি এবং তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নিরন্তরভাবে পরিচালনাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য চালিকাশক্তিকে তাদের সকল সামর্থ্য সহকারে তৎপর হওয়ার বিষয়ে সক্ষম করে তোলে।

আমাদের পার্টি সব সময়েই এ বিষয়ে পরিষ্কার ছিল যে, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের গোটা সময়কাল ধরেই শ্রেণী-সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদ, যা সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-সংগ্রামকে অতীতের বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছিল, তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করে পিএলএ ৫ম কংগ্রেসে ঘোষণা করেছিল যে, এমনকি শোষক শ্রেণীগুলো তিরোহিত হওয়ার পরও শ্রেণী-সংগ্রাম অব্যাহত থাকে এবং একই সাথে কেন ও কার বিরুদ্ধে তা অব্যাহত থাকে তার যুক্তিগুলোও উত্থাপন করেছিল। এই বক্তব্যটি লেনিন যা বলেছিলেন তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ: "প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ করে দ্যায় না, বরং শ্রেণী বিলোপের আগ পর্যন্ত তা বজায় রাখে"[3], অর্থাৎ সাম্যবাদ পর্যন্ত তা চালিয়ে যায়।

১৯৩৪ সালে বলশেভিক পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে স্ট্যালিনও সরাসরি বলেছিলেন, "শ্রেণীহীন সমাজ আপনা থেকে জন্ম নেয় না, যেমনটা আপনারা ভেবে থাকতে পারেন। সংগ্রামের মাধ্যমে একে অর্জন করতে হয় ⋯, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের অঙ্গসমূহকে শক্তিশালী

[1] এনভার হোক্সা, আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবারের ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, তিরানা ১৯৭৬, পৃ. ১২৮।

[2] অতঃপর *পিএলএ* হিসেবে উল্লিখিত হবে – অনুবাদক।

[3] ভ. ই. লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৬৬-৪৬৭ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

করার মাধ্যমে, শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে, শ্রেণীসমূহ বিলোপের মাধ্যমে, পুঁজিবাদী শ্রেণীসমূহের অবশেষগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার মাধ্যমে, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে"[4]।

পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেস এই সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে পুনরুল্লেখ করেছে, যা অনুশীলনের মাধ্যমে সপ্রমাণিত, শ্রেণী-সংগ্রামকে সমাজতন্ত্রেও একটি বিষয়ীগত সত্য হিসেবে, সমাজ বিকাশের নির্ধারক প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের উৎস নিহিত রয়েছে:

একদিকে, শোষক শ্রেণীগুলোর অবশেষসমূহের অস্তিত্ব এবং তাদের হারানো শ্রেণীক্ষমতা, ধনসম্পদ, সুযোগ-সুবিধাসমূহ ও অধিকারগুলো ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের উদ্দেশ্য ও তৎপরতার মধ্যে; শত্রুভাবাপন্ন সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী শক্তি কর্তৃক ঘেরাও পরিস্থিতির মধ্যে এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মতাদর্শিক অথবা সামরিক আগ্রাসন মারফত ধ্বংস করার নিমিত্তে বহিঃস্থ শত্রুবর্গের উদ্দেশ্য ও তৎপরতার মধ্যে; যারা পার্টি এবং প্রলেতারীয় ক্ষমতার প্রতি, সমাজতন্ত্রের প্রতি মহাবিপদ হিসেবে দেখা দিচ্ছে সেইসব নিত্যনতুন পুঁজিবাদী উপাদানের উত্থানের মধ্যে; মানুষের চেতনায় বহুদিন ধরে বিরাজ করা পুরাতন সমাজের জেরসমূহের মধ্যে, যা পার্টির প্রলেতারীয় মতাদর্শ ও নীতিকে প্রাধান্য বিস্তারকারী মতাদর্শ ও নীতি হয়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে; বন্টনের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'বুর্জোয়া অধিকার'-এর মধ্যে, যার ব্যবহার সমাজতান্ত্রিক সমাজ না করে পারে না, যদিও তাকে ক্রমাগত বেশি বেশি করে সীমাবদ্ধ করে তোলে; শহর ও গ্রামাঞ্চল, শারীরিক ও মানসিক শ্রম ইত্যাদির মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহের মধ্যে, যা রাতারাতি উচ্ছেদ করা যায় না।

শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব শুধু ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোতেই নয়, বরং আরেকটি দিকের মধ্যেও তা নিহিত যা মাঝে-মধ্যে উপেক্ষা করা হয়: প্রলেতারীয় পার্টির নেতৃত্বের অধীনে পুঁজিবাদী সমাজের শেষ চিহ্নসমূহ উন্মূলিত করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে তার পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত রাখার জন্য, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিনির্মাণের জন্য, বিপ্লবের প্রত্যেকটি বিজয়কে সুরক্ষিত করা এবং পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিরোধের জন্য, শ্রেণীসমূহের পরিপূর্ণ বিলোপের জন্য, সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী নির্যাতন ও শোষণকে উচ্ছেদ এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিজয়ে ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের মিত্র সমবায়ী কৃষকদের উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা।

শ্রেণী-সংগ্রাম হলো বিকাশের বিষয়ীগত নিয়ম, কিন্তু বিষয়গত উপাদানগুলো এই সংগ্রামের ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

এই সংগ্রাম হলো বিপরীতমুখী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘাত। প্রতিটি সংগ্রামেই একটি পক্ষ জয়লাভ করে, অপরটি বরণ করে পরাজয়। বর্তমানে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তাতে সমাজতন্ত্রের জয় আপনা-আপনি আসে নি, যদিও সময়টা এখন সমাজতন্ত্রের পক্ষেই। প্রতিটি দেশে এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের জয় নির্ভর করছে শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের সংগ্রামে সচেতনতা, একাগ্রতা, প্রস্তুতি, সংগঠন ও কর্মতৎপরতার ওপর, এটা হলো বিষয়গত শর্ত, যা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বিপ্লবের নেতা হিসেবে তৈরি করে।

শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিষয়গত উপাদানের সাথে বিষয়ীগত উপাদানের সম্বন্ধ কীরকম হওয়া উচিত? পার্টিকে অবশ্যই শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করতে হবে, যা সংগ্রামের বিষয়ীগত নিয়ম ও শর্তগুলোর সঠিক জ্ঞান ও তার প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে; জনসাধারণকে সুউচ্চ সমাজতান্ত্রিক সচেতনতায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদেরকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে সংগঠিত করতে হবে, সর্বদা জনসাধারণের সাথে একত্রে এবং তার নেতৃত্বে বিষয়ীগত নিয়ম ও শর্তগুলোর ভিত্তিতে বিপ্লবী পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

বিষয়ীগত নিয়ম ও শর্তাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন যেকোনো অবস্থান কিংবা কর্মকাণ্ড, সঙ্কীর্ণচিত্ত অথবা হটকারিতামূলক কার্যক্রম, বিশৃঙ্খলা, ভয়, সংগ্রামে দিকচিহ্ন হারিয়ে ফেলা, নিষ্ক্রিয়তা, এবং তারচেয়েও যা খারাপ, শত্রুদের চাপের মুখে, অসুবিধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা দেখলে আত্মসমর্পণ– এগুলো হলো বিপ্লবের ওপর প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লবে পরাজয়ের কারণ, সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল বুজোয়া-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সংশোধনবাদের জন্য তা জয়লাভকে সম্ভব করে তোলে।

এর বিপরীতে শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি এবং বিষয়ীগত নিয়ম ও শর্তসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্ব দৃঢ়সংকল্প, সাহস ও বিপ্লবী দূরদর্শিতা সহকারে, সুদক্ষতা ও প্রলেতারীয় পরিপক্কতা সহকারে, সংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বদা কর্মোদ্যোগকে ধারণ করে শ্রেণীশত্রু এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুরাতনের ওপর বিজয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে।

[4] জ. ভ. স্ট্যালিন, রচনাবলি, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩৩৭ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

শ্রেণী-সংগ্রাম হলো সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রাম এবং সে কারণেই সাম্যবাদে উত্তরণের সমগ্র কালপর্যায়জুড়ে তা বিষয়ীগতভাবে ও প্রচণ্ডতার সাথে পরিচালনা করতে হয়।

আমাদের পার্টির থিসিস ছিল এবং এখনো আছে: পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণের পূর্বে দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রাম কখনোই নির্বাপিত হবে না, এটি পরিচালিত হয় প্রচণ্ডতা সহকারে, আঁকাবাঁকা অথবা বন্ধুর পথ ধরে এবং তা বহিঃস্থ ক্ষেত্রের সংগ্রামের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। যখন আমরা শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে কথা বলি, তখন এর তিনটি সহজাত উপাদানের ওপর জোর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ: (ক) এর কঠোর চরিত্র, (খ) এর বিকাশে উত্থান ও পতন এবং (গ) বহিঃস্থ ক্ষেত্রের সাথে এর পারস্পরিক সম্পর্ক।

পার্টির ৭ম কংগ্রেস আরো একবার উল্লেখ করেছে যে, "সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ হলো দুই পথ, সমাজতন্ত্রের পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যকার কঠোর শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়া"[5]। সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রামের নিছক অস্তিত্বই নয়, বরং তার অনমনীয় বিকাশেরও একটা বিষয়ীগত চারিত্র্য রয়েছে, কেননা বিষয়ীগতভাবে এটা হতে পারে না এবং তা প্রত্যাশাও করা যায় না যে, শ্রেণীশত্রুগণ প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না, চাপ প্রয়োগ করবে না, বরং মহৎ হৃদয়ের অধিকারীতে পরিণত হবে অথবা তাদের ক্ষমতা, ধনসম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাসমূহকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে এবং যে সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি তাদের ধ্বংসের লক্ষ্যাভিমুখী তার বিরুদ্ধে পরবর্তীতে মারাত্মক লড়াই শুরু করবে না, যখন অন্যপক্ষে শ্রমিক শ্রেণী তার মিত্রদের নিয়ে একত্রে, প্রলেতারীয় পার্টির নেতৃত্বে এর নির্ধারক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে কেবল বিপ্লব ও সুদৃঢ় বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমেই।

উত্থান ও পতন হলো সংগ্রামের সুদৃঢ়তার মাত্রা বিশেষ, এবং এর সম্পর্ক রয়েছে যে সত্যকার প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করা হচ্ছে তার সাথে, যে এক বা অপর বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগ্রাম পরিচালিত হয় তার নির্দিষ্ট মুহূর্তের সাথে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে, একই সঙ্গে বিষয়ীগত ও বিষয়গত চারিত্র্যের অন্যান্য উপাদানসমূহের সাথেও।

বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির এ সিদ্ধান্ত, যা শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং আমাদের দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বছরের শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নিঃসৃত হয়েছে, তা অনুধাবন করা এবং সঠিকভাবে এর প্রয়োগ ঘটানো খুব জরুরি, ধারাবাহিকভাবে সঠিক অবস্থান বজায় রাখা এবং সুবিধাবাদ অথবা গোষ্ঠীবাদের কবলে পড়া এড়ানোর জন্য। কখনো ভুলে না যাওয়া যে, শ্রেণী-সংগ্রাম নিঃশেষিত হয় না, মনে রাখা যে, তা প্রচণ্ডভাবে বিকশিত হয়– আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে সাহায্য করে, সবসময়ে শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণাবস্থায় রাখে, পুরোনো সমাজ ও বুর্জোয়া-সংশোধনবাদের জেরের বিরুদ্ধে, শত্রুর যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করতে সর্বদা প্রস্তুত রাখে। পতনকে কখনোই শ্রেণী-সংগ্রামে শিথিলতা হিসেবে মনে করা উচিত নয়। পার্টি এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রকে কখনোই সংগ্রামে ঢিল দেয়ার সুযোগ প্রদান করা হবে না। আমরা যদি সংগ্রামে ঢিল দিই, শত্রু কিন্তু তা করবে না, সুতরাং আমরা তাদের পুনরায় আক্রমণ করার এবং পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে মাথাচাড়া দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি। অপরপক্ষে, পার্টি উত্থানসমূহের পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি দাবি করে। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে পার্টির লাইন উত্থান অথবা পতনের মুহূর্তে পরিবর্তিত হয় না। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পার্টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে পরিস্থিতি সব সময়ে হাতের মুঠোয় থাকে, কিন্তু তা কখনোই কৃত্রিমভাবে শ্রেণী-সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করে না, কখনোই হুটহাট, সঙ্কীর্ণচিত্ত, হটকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, কখনোই যারা শত্রু তাদের সাথে যারা শত্রু নয় তাদেরকে অথবা বৈরিমূলক দ্বন্দ্বের সাথে অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বকে গুলিয়ে ফ্যালে না, সব সময়েই শ্রমিক শ্রেণীর সাথে একত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করে এবং সর্বদা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বদিকব্যাপী লড়াই অব্যাহত রাখে।

দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রাম বহিঃস্থ ক্ষেত্রে পরিচালিত সংগ্রামের সাথে সমন্বিতভাবে বিকশিত হয়।

আমাদের জনগণ সবসময়েই আমাদের শত্রু কারা সে ব্যাপারে খুবই স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী।

বহিঃস্থ শত্রুদের ব্যাপারে বিষয়টা তুলনামূলক সহজ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ হলো প্রধান শত্রু, শুধু সমাজতান্ত্রিক আলবেনিয়ার নয়, বরং বিশ্বের সকল মানুষের। আমাদের পার্টি এই শত্রুদের কারো ব্যাপারে কখনোই কোনো বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দ্যায় নি, এই দুই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বিভক্ত করে নি এবং জনসাধারণকে এই পরাশক্তিদ্বয়ের উভয়টির আগ্রাসী ও লুটেরাসুলভ নীতি এবং কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নির্মম ও আপোষহীন সংগ্রামে প্রস্তুত করেছে। যুগোশ্লাভীয় সংশোধনবাদ ও আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদ, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী এবং বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল মহলও বহিঃস্থ শত্রুর অন্তর্গত।

এর অর্থ এটা নয় যে, আমাদের কখনোই শ্রেণী-সংগ্রামের এই দিকটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সময়ে সময়ে সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী ঘেরাও, এই ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে এবং সাধারণভাবে বহিঃস্থ শত্রুদের বিষয়ে অবমূল্যায়ন বা অসম্পূর্ণ বা ভাসা-ভাসা ধারণা লক্ষ্য করা গেছে। পার্টি সব সময়ই এ ধরনের অবমূল্যায়ন এবং একপেশে ও ভাসা-ভাসা ধারণার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। বিশেষ করে মার্চ ১৫, ১৯৭৩ তারিখে কমরেড এনভার হোক্সার বক্তৃতা 'সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী ঘেরাও বিষয়ে

[5] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১২৭।

উপলব্ধি ও লড়াই কতোটা জরুরি' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেসব মত অথবা অবস্থান সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী ঘেরাও, বহিঃস্থ মতাদর্শিক ও সামরিক আগ্রাসনের বিপদকে খাটো করে দ্যাখে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমাদের প্রস্তুতিতে সতর্কতার অভাব ও শিথিলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের মোকাবেলা করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কর্তব্য হয়ে থেকেছে। পার্টির ৭ম কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পূর্ণ তৎপরতা, এই ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধক্ষেত্রকে সকল দিকে, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, নীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তোলার দাবি রাখছে। ভ্লোরা পার্টি কর্মীদের সাথে বৈঠকে কমরেড এনভার হোক্সা আরো একবার সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী ঘেরাওকে কীভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতে হবে এবং এই ঘেরাও পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবেলা করতে ও ভেঙে চুরমার করে ফেলতে হবে তৎবিষয়ক বৃহত্তর করণীয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বহিঃস্থ শত্রুর চাপের সাথে সমন্বিতভাবে একটি একক ক্ষেত্রে রয়েছে পার্টি ও শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে পশ্চাৎপদ অভ্যন্তরীণ শত্রুর চাপ, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ তথা সংশোধনবাদকে জমিন এবং প্রয়োজনীয় পরিপুষ্টি যোগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্লেনাম বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ শত্রুর মধ্যে বিদ্যমান ঐক্য ও আঁতাতের প্রশ্নকে আরো স্বচ্ছ করে তুলেছে। এই সংযোগসূত্রসমূহ ও আঁতাত প্রত্যক্ষ নাকি পরোক্ষভাবে কার্যকর আছে সে প্রসঙ্গ উহ্য রেখেই সকল অভ্যন্তরীণ শত্রু, ব্যতিক্রমহীনভাবে, একই সাথে, একভাবে না আরেকভাবে, বহিঃস্থ সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী শত্রুদের ভাড়াখাটা দালাল হিসেবে কাজ করছে। যে সূত্রগুলো প্রথমোক্তদের সাথে দ্বিতীয়োক্তদের একত্র রেখেছে তার সংখ্যা অনেক। তারা শুধু তাদের সাধারণ কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ আর পার্টি ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র এবং আমাদের দেশের সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের অভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে পরিচালিত বাস্তব কাজে পরস্পরকে প্রদত্ত সমর্থন দ্বারাও ঐক্যবদ্ধ, প্রথমোক্তরা ভেতর থেকে এবং দ্বিতীয়োক্তরা বাহির থেকে। পরস্পরকে সমর্থন দেয়া ছাড়া, তাদের পক্ষে কমবেশি সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। একে অপরের প্রয়োজনীয়তাই তাদেরকে শুধু পরোক্ষ নয়, বরং প্রত্যক্ষ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পথ ও পন্থার সন্ধানে পরিচালিত করছে, যাতে তাদের শত্রুতামূলক কাজে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শক্তিশালী পারস্পরিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং সবচেয়ে ব্যাপক ও ফলদায়ক সমন্বয় সাধনে নিশ্চয়তা প্রদান করা যায়। এই বিষয়টি আরো একবার নিশ্চিত হওয়া গেল যখন কতিপয় সংশোধনবাদী রাষ্ট্র এবং বাকির বাল্লুকু, আবদেল কলেজি, ফাজিল পাসরামি ও এদের পদসেবী কুকুর, যাদেরকে পার্টি এবং জনগণ সম্প্রতি শাস্তি দিয়েছিল, তাদের ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতিবিপ্লবী শত্রুগোষ্ঠীর মধ্যেকার ঐক্য ও সহযোগিতার বিষয়টি উন্মোচিত হয়।

শ্রেণী-সংগ্রামের সারবস্তু নিহিত আছে বৈরিমূলক ও অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বের মধ্যে। শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বসমূহের সমাধান সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে দ্যায়।

সুতরাং, সঠিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলে এই দ্বন্দ্বসমূহ এবং তাদের চারিত্র্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, বিপ্লবের কোনো নির্দিষ্ট স্তরে যার সমাধানের ওপর অন্যান্য দ্বন্দ্বসমূহের সমাধান নির্ভর করে সেই প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করতে, দ্বন্দ্বসমূহের সমাধানে সর্বদা বিপ্লবী পন্থা অনুসরণ করতে, এক অথবা অপর দ্বন্দ্বের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন পথ ও উপায়ের ব্যবহার করতে।

প্রত্যেকেই জানেন যে, শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত: বৈরিমূলক ও অবৈরিমূলক। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে, প্রলেতারীয় মতাদর্শ এবং বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী মতাদর্শের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা ও পেটি-বুর্জোয়া মনস্তত্ত্ব, ধর্মীয় কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদ প্রথার মধ্যে, আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে রয়েছে বৈরিমূলক দ্বন্দ্ব। শ্রমজীবী জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবিধ বিষয়াবলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তাহলো অবৈরিমূলক।

বৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ বৈরিমূলক শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে সমাজে রয়েছে অবৈরিমূলক শ্রেণীসমূহ, যেমন আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে শোষক শ্রেণীসমূহকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেখানে এই দ্বন্দ্বসমূহ কোন স্থান অধিকার করে আছে?

আমাদের পার্টি সবসময়েই এই বিষয়টি স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরেছে যে, আমাদের দেশে বৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ শোষক শ্রেণীসমূহের উচ্ছেদের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, তারা অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহের পাশাপাশি বিদ্যমান আছে।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হলো সর্বদাই মৌলিক বৈরিমূলক দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্ব, যা বিপ্লবী সংগ্রামের সকল অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী অল্প অল্প করে সমাধান লাভ করে; প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী ও এর নেতৃত্বে পার্টি কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সাথে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের সাথে, মতাদর্শিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মতাদর্শের ওপর প্রলেতারীয় মতাদর্শের, বুর্জোয়া নৈতিকতার ওপর কমিউনিস্ট নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ বিজয় লাভের সাথে। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাতারাতি মতাদর্শিক ক্ষেত্রে বিজয়লাভ ঘটে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, যতোদিন পর্যন্ত না মতাদর্শিক ক্ষেত্রেও মৌলিক দ্বন্দ্বের সমাধান হয়, ততোদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্বের সমাধান সম্পূর্ণভাবে হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা যায় না এবং শেষ বিচারে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত মনে করা যায় না। সুতরাং ক্ষমতা দখলের সাথেই নয়, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের সাথে সাথেও নয়, "কে জয় লাভ করবে?" এই প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে সমাধান হয় না, অন্য কথায়, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চূড়ান্তভাবে সমাধান হয়ে যায় না। এই মৌলিক দ্বন্দ্বটি সাম্যবাদে উত্তরণের গোটা সময়পর্ব জুড়ে রয়ে যায়।

যদি শ্রেণী-সংগ্রাম সঠিক ও বিরতিহীনভাবে পরিচালনা করা না হয়, শুধু মতাদর্শিক ক্ষেত্রে নয় বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও, তাহলে অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ বৈরিমূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই সম্ভাবনা যে দূরীভূত হয় নি, আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে সকল বৈরিমূলক দ্বন্দ্ব উচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি, সুতরাং, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও যে দূরীভূত হয় নি, তা এই ঘটনা থেকে দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন উপাদানসমূহের উত্থান ঘটে, কেবল পূর্বতন শোষক শ্রেণীগুলোর অবশেষের স্তরসমূহের মধ্যে থেকেই নয়, বরং শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে থেকেও, এমনকি কমিউনিস্টদের বিভিন্ন স্তর থেকেও। রাষ্ট্রের বিদ্যমানতাও বৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহের অস্তিত্ব, বৈরিমূলক ও অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ সঠিকভাবে সমাধান এবং অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বকে বৈরিমূলকে পরিণত হওয়া প্রতিহতকরণের হাতিয়ার হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করে। মার্কস ও লেনিন শ্রেণীদ্বন্দ্বসমূহ অমীমাংসেয়তার ফল ও অভিব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রকে অভিহিত করেছেন।

এই কারণসমূহের জন্য বৈরিমূলক ও অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়। কেউ এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন: "যদি অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহও নিরসনের জন্য শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়, তাহলে এটা মনে করা যেতে পারে যে শ্রেণী-সংগ্রাম হলো একটা স্থায়ী ব্যাপার, কেননা সাম্যবাদী সমাজেও অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ রয়ে যাবে"।

বিষয়টি পরিষ্কার: সমাজতন্ত্রে, যদিও জনগণের মধ্যে অবৈরি দ্বন্দ্বসমূহ রয়ে গেছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, শেষ বিচারে, তারা হলো শ্রেণী-চরিত্রসম্পন্ন দ্বন্দ্ব, যাদের সঠিকভাবে মোকাবেলা এবং সমাধান করা না হলে তারা তখনো পর্যন্ত বৈরিমূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ধারণ করে। পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদে, এই দ্বন্দ্বসমূহের শ্রেণী-চরিত্র থাকবে না, সুতরাং বৈরিমূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও আর তাদের থাকবে না। সুতরাং, শ্রেণী-সংগ্রাম চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়, শ্রেণীসমূহের পুরোপুরি অন্তর্ধানের সাথে সাথে এটিও নিঃশেষ হয়ে যায়।

সুতরাং, এক বা অন্য ধরনের দ্বন্দ্বের অবমূল্যায়ন কিংবা অতিমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন; একটি ধরনকে প্রথম স্তরের গুরুত্ব প্রদান এবং অপরটিকে দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্ব প্রদান করা ঠিক নয়। বৈরিমূলক ও অবৈরিমূলক দ্বন্দ্ব উভয়টিরই রয়েছে তাদের নিজস্ব গুরুত্বের জায়গা। একটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আরেকটিকে উপেক্ষা করলে পরিণামে উপলব্ধির বিভ্রম ঘটে এবং তা ভুল আচরণ ও কাজকর্মের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন ওঠে: বর্তমান পর্যায়ে কোথায় বৈরিমূলক দ্বন্দ্বগুলো প্রধানত ঘনীভূত হয়ে আছে? মতামত প্রকাশ করা হয়েছে: মতাদর্শিক ক্ষেত্রে, এই ঘটনা থেকে অগ্রসর হয়ে যে, মৌলিক বৈরিমূলক দ্বন্দ্ব নিরসনের সংগ্রামে এটি খুবই বিস্তৃত ও জটিল ক্ষেত্র। অন্যান্য এমন মতও আছে যে, বৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ প্রধানত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘনীভূত হয়ে আছে, এই ঘটনা থেকে অগ্রসর হয়ে যে, রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে, হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তর, অন্যদিকে মতাদর্শিক ক্ষেত্রে আমাদের দ্বন্দ্বগুলো মূলত অবৈরিমূলক, যেহেতু এখানে আমাদেরকে জনগণের মধ্যেকার বিসদৃশ ধারণা ও তার অভিব্যক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়। বাস্তবে আমরা অবৈরিমূলক দ্বন্দ্বের মতো সকল ক্ষেত্রে বৈরিমূলক দ্বন্দ্বের দেখা পাই। শ্রেণীশত্রুরা কেবল প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র এবং জাতীয় স্বাধীনতাকেই নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রলেতারীয় মতাদর্শকেও দুর্বল ও উচ্ছেদ করার লক্ষ্য পোষণ করে; তা তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করে এবং এই তিনটি ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-সংশোধনবাদী পতনের বিপদ রয়ে যায়; সুতরাং এই তিনটি ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়: আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যে এবং প্রলেতারীয় মতাদর্শ ও বুজোয়া-সংশোধনবাদী মতাদর্শের মধ্যে।

অতএব, যে মতামত অনুযায়ী এই অথবা ঐ ধরনের দ্বন্দ্ব এক অথবা অপর প্রধান ক্ষেত্রে ঘনীভূত হয়ে আছে, তা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো নয়-ই, উপরন্তু তা শ্রেণী-সংগ্রামকে দুর্বল করে তোলে; ৭ম কংগ্রেসের শিক্ষা অনুযায়ী তখনই তা পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক রূপ লাভ করে যখন শ্রেণী-সংগ্রামকে সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বদিকব্যাপী, সকল বিষয়ে এবং সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা হয় ।

এই ধরনের মতামত দ্বন্দ্বগুলোকে গুলিয়ে ফেলতে পারে, যা সুবিধাবাদী অথবা সঙ্কীর্ণ ভাবাপন্ন চরিত্রসম্পন্ন ভুল আচরণ ও কাজকর্মের উৎস হিসেবে দেখা দ্যায়।

আমাদের পার্টি সবসময়ই বলেছে যে শ্রেণী-সংগ্রাম সবক্ষেত্রে পরিচালনা করা হয়– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক। এই মৌলিক তত্ত্বটি পার্টির ৭ম কংগ্রেসে পুনরুল্লেখ ও আরো সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৫ম কংগ্রেসের আগে এই প্রশ্নে আলোচনা হয়েছিল: শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্রটি কী?

পার্টির ৫ম কংগ্রেসের ভিত্তিতে, যা ঘোষণা করেছিল, শ্রেণী-সংগ্রাম "আজকের দিনে প্রথমত একটি মতাদর্শিক সংগ্রাম", মাঝে-মধ্যে এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, মতাদর্শিক ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র। আমাদের পার্টি আরো বলেছে, এবং ৫ম কংগ্রেসেও বলা হয়েছে যে, "শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবসময়ই পার্টি, রাষ্ট্র ও আমাদের শ্রমজীবী মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে রয়েছে", "আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হলো শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যতম একটি দিক" এবং "শ্রেণী-সংগ্রাম হলো একই সঙ্গে চুরি ও সমাজতান্ত্রিক সম্পদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রামও"[6]। যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম দুর্বলীকরণের কোনো লক্ষণ দেখা যায়, তাহলো প্রধানত মতাদর্শিক সংগ্রামের উপরভাসা উপলব্ধি, এবং বহুক্ষেত্রে, অনুশীলনের ফলাফল, বক্তৃতামালা, সম্মেলন আর শ্লোগানের মারফত সংগ্রাম পরিচালনায় একে অবনমিতকরণ, যার সমালোচনা কমরেড এনভার হোক্সা করেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির ৪র্থ প্লেনামে; যেহেতু মতাদর্শিক সংগ্রাম কোনো ক্ষেত্র, সমস্যা কিংবা কার্যক্রমকে আক্রমণের আওতা বহির্ভূত রাখে না, সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক, সামাজিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য সমস্যা ও কার্যক্রমের সমাধানকে তার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে।

প্রত্যেকের জন্য প্রধান বিষয় হলো, আমাদের শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে ৭ম কংগ্রেস যে শিক্ষাকে বের করে এনেছে: "যদি তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক সকল প্রধান দিকেই পরিচালনা করা না হয়, তাহলে কোনো শ্রেণী-সংগ্রামই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না ⋯ কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে শ্রেণী-সংগ্রামের এক বা অন্যরূপ সামনে চলে আসতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক সময়েই তা সকল ক্ষেত্রে পরিচালনা করতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শত্রুও সকল ক্ষেত্রেই তার সংগ্রাম পরিচালনা করে: মতাদর্শিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক"[7]– তাকে অনুধাবন ও কার্যে প্রয়োগ করা। শ্রেণী-সংগ্রাম শুধু এই কারণে সকল ক্ষেত্রে পরিচালনা করা হয় না যে, শত্রুও তার সংগ্রামকে সকল দিকে পরিচালনা করে, বরং সবার আগে এই কারণে যে, আমরা বিপ্লবীকে সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বদিকে বিকশিত করে তুলছি। সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রামের তিনটি মৌলিক দিক- মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক- খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সংগ্রাম একটি দিকে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে পুরো শ্রেণী-সংগ্রামই দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে যাবে।

৭ম কংগ্রেস শুধু এই দিকেই ইঙ্গিত করে নি যে, শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক, এবং সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদিকব্যাপী একে পরিচালনা করা, বরং ঐ দিকেও করেছে যে, সংগ্রামের তিনটি প্রধান ধরন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক "পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত ও পরস্পরের পরিপূরক"। শ্রেণী-সংগ্রাম এবম্বিধ জটিল পথে পরিচালনা করা হয়, কেননা মতাদর্শ, নীতি ও অথনীতি পরস্পরের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

কার্যক্ষেত্রে কেবল মতাদর্শিক, কেবল রাজনৈতিক অথবা কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম বলে কিছু নেই এবং তা হতেও পারে না। এক ক্ষেত্রের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন অপর ক্ষেত্রের সংগ্রামের আর কোনো মূল্য থাকে না।

কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও নৈতিকতার বিজয়কে তার উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখে, মতাদর্শিক সংগ্রামকে অবশ্যই, প্রথমত ও মুখ্যত, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সংরক্ষণ ও সংহতকরণ এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পদের বিকাশকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হয়ে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন, যখন সাম্যবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিনির্মাণ হলো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যের বাইরে সাম্যবাদী মতাদর্শ ও নৈতিকতা কখনোই সম্পূর্ণভাবে বিজয়লাভ করতে পারে না। সুতরাং মতাদর্শিক সংগ্রাম শুধু তার নিজের জন্যই পরিচালিত হতে পারে না, বরং তা বিকশিত হয় এমন এক সংগ্রাম হিসেবে যা মানুষের মধ্যে গভীর সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আস্থা সৃষ্টি করে, এবং এর ভিত্তিতে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ ও স্বদেশভূমিকে রক্ষার সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক কার্যক্রমের সেবা করে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ ও সংহতকরণকে তার উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখে রাজনৈতিক সংগ্রাম এই উদ্দেশ্যকে অর্জন করে কেবল শ্রমজীবী মানুষের গভীর সমাজতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী আস্থার ওপর, সেই সাথে শক্তিশালী ও বিকশিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে, যা উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনের দ্রুত এবং সর্বব্যাপী বিকাশকে নিশ্চিত করে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতা কোনোক্রমেই তাদের নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি ও প্রলেতারীয় মতাদর্শিক ভিত্তি ছাড়া টিঁকে থাকতে পারে না। অতএব, রাজনৈতিক সংগ্রাম অবশ্যই শুধু প্রশাসনিক সংগ্রাম হবে না, একে অবশ্যই হতে হবে একটি মতাদর্শিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সংরক্ষণ, সংহতকরণ ও ধারাবাহিক উন্নয়নকে তার উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম তার উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে পারে কেবল শক্তিশালী ও স্থিতিশীল প্রলেতারীয় ক্ষমতা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, শ্রমিক শ্রেণীর সাথে

[6] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৫ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১২৬, ১৩৬।

[7] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১৩৬।

সমবায়ী কৃষকদের সুস্থ মৈত্রী, জনগণের মধ্যে একতা, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবী জনগণের গভীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আস্থার ওপর ভিত্তি করে। এই কারণে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম একই সাথে একটি মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রামও বটে।

ইত্যবসরে, সকল দিকের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে কেবল শ্রমিক শ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টির অবিভক্ত নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে, সুতরাং সকল ক্ষেত্র ও দিকের সংগ্রাম বিনা ব্যর্থতায় এই নেতৃত্বের সংরক্ষণ ও সংহতকরণের লক্ষ্যাভিমুখী হতেই হবে।

এটা বোঝাও জরুরি যে, শ্রেণী-সংগ্রামের সকল প্রধান দিকের আন্তঃসম্পর্ক এবং এই দিকগুলোর প্রত্যেকটার সমান গুরুত্বের প্রসঙ্গ একপাশে সরিয়ে রেখেও যতোক্ষণ পর্যন্ত না শ্রেণীসমূহ ও শত্রুবর্গ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক সংগ্রাম রয়ে যায় এই সংগ্রামের সর্বোচ্চ ধরন হিসেবে, এই অর্থে যে, অন্য কোনো প্রশ্নেই শ্রেণী-সংগ্রাম এতো মারাত্মক আকার ধারণ করে না এবং তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে না, যতোটা তা ঘটে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্নে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী উত্তাল অবস্থা, সেই সাথে বুর্জোয়া-সংশোধনবাদী প্রতিবিপ্লবী উত্তাল অবস্থাও, সবসময়ে আরম্ভ হয় রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। এটাই হচ্ছে যে কঠোর সংগ্রাম সর্বদা পরিচালিত হয়, যেটা আজকের দিনে পরিচালিত হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও সংশোধনবাদীদের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের প্রশ্নে, তার উৎস।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো শ্রেণী-সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

সাম্যবাদের আগ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যায়। টিটোপন্থীদের ইতোমধ্যে 'রাষ্ট্র শুকিয়ে মরা'র 'তত্ত্ব', সেই সাথে ক্রুশ্চেভপন্থী সংশোধনবাদীদের 'সকল জনগণের রাষ্ট্র' বিষয়ক 'তত্ত্ব'সমূহ শ্রেণী-সংগ্রাম অবলুপ্ত হওয়ার, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রকে অস্বীকার করার 'তত্ত্ব' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। লেনিন বলেছিলেন যে, সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য প্রলেতারিয়েত্বের একনায়কতন্ত্রকে অবশ্যই দুর্বল নয়, শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের পার্টি অব লেবার সবসময়ই এই অবিনশ্বর শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র হলো শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির হাতে শ্রেণী-সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। সঠিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলে শুধু এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এমনকি শোষক শ্রেণীসমূহের উচ্ছেদের পরও, সাম্যবাদে উত্তরণের সমগ্র সময়কাল জুড়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যায়, বরং এই পুরো সময়পর্বে এই রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে শ্রেণীভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করাও জরুরি।

পিএলএ-এর ৪র্থ কংগ্রেসে, যখন শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ এবং একটি নতুন স্তর, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের স্তরে প্রবেশের ঘোষণা দেয়া হয়, তখন পার্টি এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছিল যে, এই স্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দমনমূলক কার্যক্রম, স্বদেশভূমির প্রতিরক্ষার কার্যক্রমের সাথে সবসময়েই রয়ে গিয়েছিল 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম' হিসেবে।

একই সময়ে, অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক এবং সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক ভূমিকা, যা আমাদের প্রলেতারীয় রাষ্ট্র পালন করা শুরু করেছিল তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের সাথে সাথে তা আরো গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কার্যক্রমের স্তরে।

কিন্তু এই সাথে দমনের কার্যাবলির গুরুত্ব কমে যায় নি। যতোদিন পর্যন্ত আমাদের ও শত্রুদের মধ্যেকার, সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার বৈরিমূলক দ্বন্দ্বসমূহ ও প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রাম অস্তিত্বশীল থাকে, ততোদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দমনমূলক কার্যক্রম না দূর হয়ে যায়, না দ্বিতীয় পর্যায়ে তা প্রবেশ করে।

প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কার্যক্রমেরই প্রবল গুরুত্ব রয়েছে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, শিক্ষা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম, শত্রুতা ও অপরাধমূলক কার্যাবলি দমন, বহিঃস্থ শত্রুদের হাত থেকে স্বদেশভূমির প্রতিরক্ষা এসবই কার্যকর করা হয় ঐক্যবদ্ধতার সাথে, তারা পরস্পরকে পরিপূরণ করে।

রাষ্ট্রের একটির কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্থ করে অন্য কার্যক্রমের অতিমূল্যায়ন অথবা অবমূল্যায়নের রয়েছে বিপজ্জনক পরিণাম। দমন অথবা প্রতিরক্ষার কার্যক্রমের অবমূল্যায়নের ফলে বিপ্লবী সতর্কতায় ঢিল পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শত্রুদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম দুর্বল হয়। অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অবমূল্যায়নের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র পুরোনো সমাজের ধ্বংস এবং শত্রু কর্তৃক গড়ে তোলা প্রতিরোধ সত্ত্বেও নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য সহিংসতার ব্যবহার করে থাকে (বৃহৎ ভূমধ্যধিকারী, বিদেশি ও স্থানীয় পুঁজিপতি প্রমুখের অর্থনৈতিক ভিত ধ্বংসে তা এইভাবে কাজ করে)।

এভাবে বিপ্লবের প্রশ্নগুলো সমাধানের জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের উপায় হিসেবে সহিংসতার সর্বজনীন ব্যবহারের বিষয়টি পেয়ে গেলাম, যখন সহিংসতার পরিমাণ ও ধরন নির্ভর করে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধের ওপর। লেনিন বলেছেন, "শোষকদের প্রতিরোধ যতো বেশি তীব্র হয়, ততোই প্রবলভাবে, দৃঢ়তার সাথে, নির্দয়তা ও সাফল্য সহকারে তাদেরকে দমন করা হবে"[৪]। অতএব, দমনের সহিংসতার পরিমাণ, ধরন ও তীব্রতা নির্ভর করে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ও তৎপরতার ওপর, কিন্তু সহিংসতার সর্বজনীন ব্যবহার এর ওপর নির্ভর করে না।

শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনায় এই পৃথকীকৃত অবস্থান গ্রহণ হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনার বিপ্লবী পন্থার একটি প্রয়োজনীয় উপাদানও। আমাদের পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সবসময়েই পৃথকীকৃত শ্রেণীনীতি প্রয়োগ করেছে।

কেবল কুলাক, সাধারণভাবে পূর্বতন শোষক শ্রেণীসমূহের উপাদান, পার্টি-বিরোধী উপাদান একদিকে এবং অপরপক্ষে তাদের বংশধরদের মধ্যেই পার্থক্যরেখা টানা হয় নি, এমনকি স্বয়ং শত্রুদের মধ্যেও টানা হয়েছে। তাদের দোষ ও তাদের দ্বারা উদ্ভূত সামাজিক বিপদের মাত্রা অনুযায়ী একজনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে দিয়ে, আরেকজনকে বন্দী করা হয়েছে, একজনকে ২-৩ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে, আরেকজনকে ১০-২০ বছরের, আবার কাউকে হয়তোবা গুলি করে মারা হয়েছে।

শত্রুর সংখ্যা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা আমাদের স্বার্থানুকূল, সুতরাং তাদের পুনঃশিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, তারা বন্দী থাকুক বা না-ই থাকুক, যদিও নিয়ন্ত্রণ, সতর্কতা কখনোই শিথিল করা হয় নি।

প্রশ্ন ওঠে: এটা কি বলা যেতে পারে যে, দমনের কার্যক্রম জনসাধারণের বিপ্লবী শিক্ষা সংহতকরণের সমান্তরালে হ্রাস পায়? এটি সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তার ওপর নির্ভরশীল।

দমনের কার্যক্রমের সাথে দেশের অভ্যন্তরে শত্রুবর্গের প্রকৃত সংখ্যার সম্পর্ক ততোটা নেই, যতোটা রয়েছে যারা সবসময়েই আমাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতাসূত্রে সম্পর্কযুক্ত সেইসব অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শত্রুর পক্ষ থেকে আসা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে, যা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র ও আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে হুমকির মুখে রেখেছে, সেই সাথে রয়েছে উদারতাবাদ, আমলাতান্ত্রিকতা এবং বুর্জোয়া-সংশোধনবাদী অধঃপতনের মধ্যেও, যখন সরাসরি ও ধারাবাহিকভাবে সেগুলোকে মোকাবেলা করা না হয়।

অনুশীলনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ বিকাশের প্রক্রিয়ার সময় যখন এক গুচ্ছ অভ্যন্তরীণ শত্রুকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তখন অপরাপর নতুন শত্রুর উত্থান ঘটছে। যদি শ্রেণী-সংগ্রাম সঠিকভাবে পরিচালনা করা না হয়, ব্যক্তি পর্যায়ের শত্রুদের মধ্য থেকে শত্রুতামূলক স্তরের উত্থান হতে পারে, বুর্জোয়া শত্রুদের শ্রেণী-সৃষ্টির পর্যায়ে তা পৌঁছাতে পারে, যেমনটি সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটেছে।

অতএব, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সবর্দা তার হাতিয়ারে শান দিয়ে রাখে এবং শত্রুদের দমন করতে প্রস্তুত থাকে।

শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনায় এবং পুঁজিবাদ ও সংশোধনবাদের ওপরে সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিজয়ে নির্ধারক বিষয় হলো কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব।

ইতিহাস শ্রমিক শ্রেণীর ওপর বুর্জোয়া সমাজ ধ্বংস, শ্রেণীসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিলোপ এবং শ্রেণীহীন, সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অন্য কেউই এই কাজ সম্পন্ন করতে পারে না শুধু সেই শ্রেণী ছাড়া যারা সকল অবস্থান থেকেই বিরুদ্ধ শ্রেণী, অর্থাৎ বুর্জোয়াজি এবং তাদের এইসব পয়দা, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদের বিলুপ্তির জন্য সবচেয়ে আগ্রহী এবং সর্বাধিক সমর্থ।

কীভাবে এই নেতৃত্ব অর্জিত হতে পারে, একবার যখন তা অর্জিত হয়েছে তখন কীভাবে তা টিঁকে থাকতে এবং বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে– এ সব কিছুই নির্ভর করে কীভাবে তা সবসময়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব হিসেবে বিদ্যমান থাকতে পারে তার ওপর।

এখন, যখন প্রভূত পরিমাণ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে – ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই – তখন এই প্রশ্নের একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক উত্তর দেয়া যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ঘটেছে, যেখানে নব্য বুর্জোয়া-আমলাতান্ত্রিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর হাত থেকে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কব্জা করে নিয়েছে, বুর্জোয়াজির এই অতি-সংশোধনবাদী চাকরেরা বিকৃত সিদ্ধান্ত টানছে, যা বুর্জোয়াজির স্বার্থের সেবা করে, তাহলো শ্রমিক শ্রেণী বুঝিবা সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ নয়, যেন এই কাজ বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে কেবল 'নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী', 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য', 'সমবায়ী শ্রমজীবী জনগণ' বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে সম্পন্ন করতে সক্ষম, যেন পার্টি ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র আর শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তা-ই নয়, বরং তারা বুর্জোয়া পার্টি এবং বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্রের মতোই ক্ষতিকর, কারণ তারা গণতন্ত্রকে মুছে ফ্যালে, যেন সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে সঠিক ধরন হচ্ছে 'স্ব-শাসনমূলক সমাজতন্ত্র', 'সরাসরি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র', যেনবা শ্রমিক শ্রেণী 'সমবায়ী শ্রমজীবী জনগণে'র মধ্যে আত্মীকৃত হয়ে পার্টির কোনো মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি নেতৃত্ব

[৪] ভ. ই. লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড ২৬, পৃ. ৪৪৫ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

দেবে, যেন ঐ 'সমবায়ী শ্রমজীবী জনগণ' সরাসরি বৃহৎ কৃতকৌশলগত, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক পরিবর্তন থেকেই, পার্টির প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা অর্জন করতে পারে– এইসব বাজে বাগাড়ম্বর তারা করছে।

এভাবে এই শ্রেণীশত্রু মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রত্যাখ্যান করা, সমাজতন্ত্রের দুর্নাম রটানো, পুরো আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিশৃঙ্খল ও অকার্যকর করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তনের ঘটনার সদ্ব্যবহার করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়েছিল ঠিক এই কারণে যে, সেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল; প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামকে মৃতপ্রায় হয়ে যেতে দেয়া হয়েছিল, শ্রমিক শ্রেণীকে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, উচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

এর মাধ্যমে আমরা বড় আকারের ও মারাত্মক বিপদগুলো ঘটতে দেখি, যা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতি পদক্ষেপে হুমকির মুখে ফ্যালে, দেখি এই নেতৃত্ব ও তার ব্যবস্থার উচ্ছেদ, যদি তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকে, যদি দৃঢ়ভাবে ও সৃজনশীলতার সাথে এর মূলনীতিসমূহের প্রয়োগ না ঘটায় এবং সফলভাবে ও বিপ্লবী পন্থায় নিরন্তর শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা না করে।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের অভিজ্ঞতা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে টানা কমিউনিস্ট-বিরোধী সিদ্ধান্তসমূহের ভাসা-ভাসা চরিত্রই আমাদের সামনে তুলে ধরে না, শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্যশীল ভূমিকা এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিকতাকেও পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা সর্বদা এবং এখনো আমাদের পার্টি-নীতির প্রধান সারবস্তু। প্রলেতারীয় নীতি ও রাজনৈতিক লাইন প্রয়োগের মাধ্যমে পার্টি এই ভূমিকাকে নিশ্চিত করেছে, এমনকি যখন আমাদের শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় খুবই অল্প ছিল এবং শিল্প শ্রমিক শ্রেণী হিসেবে তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে এ ধরনের একটি শ্রেণীর সৃষ্টির সাথে, এই শ্রেণীটির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে, এর নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংহত ও শক্তিশালী করা হয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশ ও দেশের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের জন্য রাজনৈতিক, মতাদর্শিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে এই শ্রেণীটির কাঠিন্য বৃদ্ধির মাধ্যমে; সেই সাথে শ্রমিক শ্রেণীকে তার মহান ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে যথাসম্ভব সচেতন করে তোলার জন্য পার্টির মতাদর্শিক-রাজনৈতিক কাজের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সংরক্ষিত, বর্ধিত ও ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে যেই বিপদগুলো এই নেতৃত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। উদারতাবাদ, আমলাতান্ত্রিকতা, প্রয়োগবিদ্যা-সর্বস্বতা ও বুদ্ধিজীবী-সর্বস্বতা হলো এ জাতীয় কিছু বড় ধরনের বিপদ।

শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির তরফ থেকে ক্যাডারদেরকে কখনো আমলাতান্ত্রিক ও অধঃপতিত হতে না দেয়ার, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে আমলাতান্ত্রিকতায় পরিণত ও অধঃপতিত হওয়া ক্যাডারগণ, নব্য আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াজি শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে নেতৃত্ব কব্জা করেছে, সেখানকার মতো নব্য আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াজির উত্থান হতে না দেয়ার নির্ধারক গুরুত্ব রয়েছে। "সোভিয়েত ইউনিয়নে", কমরেড এনভার হোক্সা বলেন, "ক্যাডারগণ, স্বাভাবিকভাবেই খারাপ ক্যাডারগণ প্রতিবিপ্লব পরিচালনা করেছে ⋯ ক্যাডারদের নির্দিষ্ট স্থান, ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব আইন পার্টির ওপর চাপিয়ে দিতে দেয়া কিছুতেই উচিত নয়, বরং পার্টি ও শ্রেণীকেই তাদের নীতি ক্যাডারদের ওপর আরোপ করতে হবে ⋯ ক্যাডারগণকে পার্টি ও শ্রেণীর এই আধিপত্যকে সঠিক মতাদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে এবং এই নীতিসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য লড়াই করতে হবে"[9]।

এ থেকে আমাদের পার্টি এই সিদ্ধান্ত টানে যে, শ্রমিক শ্রেণী অবশ্যই তার মিত্র, শ্রমজীবী কৃষকদের সাথে নিয়ে ধারাবাহিক বিপ্লবী শিক্ষা এবং সকল নেতৃত্বশীল ক্যাডার ও রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সকল কর্মকতার দৃঢ়তা অর্জনের বিষয়টি পরিচালনা করবে, পার্টি অবশ্যই তাদের অধঃপতন ও বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়া অনুমোদন করবে না এবং তাদেরকে অবিরত জবাবদিহিতার আওতায় রাখবে, এবং দাবি করবে যে, তারা সবসময়ে তাদের মতাদর্শ ও কাজে-কর্মে প্রলেতারীয় হয়ে থাকবে, অবশ্যই তাদেরকে এমন বস্তুগত অবস্থার মধ্যে রাখবে যাতে কোনো সুবিধাভোগী স্তর – যা নতুন বুর্জোয়াজির উত্থানের সুযোগ দ্যায় – সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, যারা ভুল করে তাদেরকে কঠিনভাবে সমালোচনা করবে, এবং কমরেড এনভার হোক্সা যেমনটা বলেছেন, যারা শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের ওপর তাদের আইন চাপিয়ে দিতে চায় তাদের "নাক ও হাড়গোড় ভেঙে দিতে হবে"[10]।

[9] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বৈঠকে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অবদান, মার্চ ২৬, ১৯৭৫, পার্টির কেন্দ্রীয় আর্কাইভ।

[10] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বৈঠকে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অবদান, এপ্রিল ৪, ১৯৭৫, পার্টির কেন্দ্রীয় আর্কাইভ।

আমাদের পার্টি সরাসরি শ্রমিক ও কৃষকের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বাস্তবায়নের প্রশ্নটির ওপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। "পার্টি", কমরেড এনভার হোক্সা নির্দেশনা দিয়েছেন, "শ্রমিক শ্রেণীকে অবশ্যই বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৌরবের স্থান প্রদান করবে, এবং পার্টি ও শ্রেণীর একনায়কত্ব যে দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করবে, কর্মকর্তাগণ তা কার্যে প্রয়োগ করবেন। শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ অর্থ হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সতর্ক প্রহরা, কাজের ক্ষেত্রে শ্রেণীর একনায়কত্ব। শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ হলো নেতৃত্বে থাকা শ্রেণী, এটি হলো আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তাগণের ভুল ও বিকৃতিগুলোর সংশোধন। শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ হলো শত্রুতামূলক কার্যক্রম এবং যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকে উন্মোচন ও কঠোর শাস্তি প্রদান"[11]।

কিন্তু এদিকে গভীর নজর দিতে হবে যাতে সরাসরি শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর 'সরাসরি' নেতৃত্বে সরকারে জনসাধারণের সরাসরি অংশগ্রহণের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা না হয়, যেটা মাঝে-মধ্যে ঘটে থাকে, যখন শ্রেণীর 'সরাসরি' নেতৃত্ব এবং পার্টি ও প্রলেতারিয়েত্বের একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্রুপদী সাহিত্য অনুযায়ী এবং সকল বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবে তার আধিপত্যশীল ভূমিকার চর্চা করে তার নিজস্ব পার্টির মাধ্যমে এবং সেই সাথে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে, যখন সে প্রলেতারীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়। ইতিহাসের গতিধারায় কোনো শ্রেণীই সরাসরি শাসন ও নেতৃত্বদানে সক্ষম হয় নি, বরং কেবল রাজনৈতিক সংগঠন ও পার্টি অথবা তার নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমেই তা হয়েছে।

সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর 'সরাসরি নেতৃত্ব' অভিধাটি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত নয়। সরকারে জনসাধারণের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কিন্তু 'সরাসরি নেতৃত্ব' নয়। পার্টির নেতৃত্বের অধীনে এগুলো বাস্তবায়ন করা হয় এবং আমাদের রাষ্ট্র ও পার্টির প্রলেতারীয় চরিত্রের সংরক্ষণ ও শক্তিশালীকরণ, পার্টির প্রলেতারীয় লাইন ও কর্মসূচিগত কার্যক্রম এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রের কার্যাবলি ও পরিকল্পনাসমূহের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ হলো তাদের উদ্দেশ্য।

সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসেবে বিদ্যমান থাকতে হলে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য অনেক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির মতো কমিউনিস্ট-বিরোধী ও শ্রমিক-বিরোধী পার্টিতে অধঃপতিত না হতে হলে, পার্টির কর্তব্য হলো নিজেকে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপন করা এবং সকল শক্তি দিয়ে এদের, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনতার স্তরকে যতোটা সম্ভব তার নিজস্ব সচেতনতার স্তরে উন্নীত করতে কাজ করা।

যে পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং তাদের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করে, যা কেবল শ্রেণীর পক্ষ হতে কথা বলে, যা শ্রমিক শ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, তার সম্মুখ সারির দল হিসেবে সর্বদা বিদ্যমান থাকে না, যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রাখে না এবং তাতে সফলও হয় না, যা শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র জনগণকে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের জন্য এবং যা তারা নির্মাণ করেছে তাকে রক্ষার জন্য সচেতন ও একত্র করে না, তাকে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত রাজনৈতিক দল বলা যায় না। এবং শুরুতেই যদি এমনটা ঘটে থাকে, তাহলে তা শিগগিরই একটি বুর্জোয়া-সংশোধনবাদী পার্টিতে অধঃপতিত হবে। কমরেড এনভার হোক্সা বলেছেন: "জনসাধারণ সমাজতন্ত্র নির্মাণ করে, পার্টি তাদের সচেতন করে তোলে"[12]।

আমাদের সকল অভিজ্ঞতা এটাই নিশ্চিত করছে যে, কেবল একটি প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের অধীনেই শ্রমজীবী জনসাধারণের বিপ্লবী ও সৃজনশীল শক্তি তার সকল শৌর্য নিয়ে প্রস্ফুটিত ও প্রবল বেগে উৎসারিত হতে পারে; এই জনসাধারণ তাদের সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠতে পারে; পরিপূর্ণভাবে নিজেদের ভাগ্যের বিধায়ক হয়ে উঠতে পারে; নির্যাতন, শোষণ, দুঃখ ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার পুরাতন দুনিয়াটাকে ধ্বংসে, তাদের নিজেদের হাতে মুক্তি, স্বাধীনতা, প্রগতি, সমাজতন্ত্রের নতুন পৃথিবী গড়তে পূর্ণরূপে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

"সমাজতান্ত্রিক দেশের কোনো ক্ষতি হতে পারে না", কমরেড এনভার হোক্সা বলেন, "যদি পার্টি তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে– ইস্পাতের মতো দৃঢ়, সতর্ক ও নির্ভীক। আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশের কোনো ক্ষতি হতে পারে না, যদি আমাদের পার্টি সবসময়ে যা তা-ই রয়ে যায়, 'শ্রমিক শ্রেণীর একটি সংগঠিত সম্মুখ সারির সেনাবাহিনী'"[13]।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য চালিকাশক্তির সাথে শ্রেণী-সংগ্রামের জৈবসংযোগ হলো এই সংগ্রাম সঠিকরূপে পরিচালনার একটি জরুরি শর্ত।

---

[11] এনভার হোক্সা, কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বৈঠকে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অবদান, এপ্রিল ৪, ১৯৭৫, পার্টির কেন্দ্রীয় আর্কাইভ।

[12] এনভার হোক্সা, ম্যাট শহরে বক্তৃতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, প্রতিবেদন ও বক্তৃতামালা, ১৯৭২-৭৩, পৃ. ১৬।

[13] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৬ষ্ঠ প্লেনামের সমাপনী বক্তৃতা, ১৯৭৪, পার্টির কেন্দ্রীয় আর্কাইভ।

শ্রেণী-সংগ্রাম সঠিকভাবে ও পূর্ণ সফলতার সাথে পরিচালনার অর্থ হলো, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দেশের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল শক্তি, প্রত্যেকটি বিপ্লবী কর্মক্ষমতা, অন্যান্য প্রত্যেকটি চালিকাশক্তিকে শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন, এবং সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের অনুকূলে ব্যবহার করতে হবে।

প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের প্রচুর শক্তি রয়েছে। চালিকাশক্তিগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন।

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের কল্যাণের জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য অফুরান প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তির, আমাদের জনগণের মধ্যে প্রত্যেকটি চালিকাশক্তির শ্রেণীগত ব্যবহারের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা আমাদের পার্টির রয়েছে।

একটি প্রধান নৈতিক চালিকাশক্তি হলো আলবেনিয়ার জনগণের ঐতিহ্যবাহী দেশপ্রেম। বিপ্লবের উত্তাপের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামে, পার্টির প্রলেতারীয় মতাদর্শ ও নীতির প্রভাবের অধীনে, এই দেশপ্রেমের শ্রেণীচরিত্রকে অত্যন্ত চাঙ্গা করে তোলা হয়, এবং প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক উপাদানে তাকে সজ্জিত করা হয়।

একটি প্রধান সামাজিক চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে এবং বিদ্যমান আছে শ্রমজীবী কৃষক সাধারণের সাথে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামী উত্তাপের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট এবং সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ ও স্বদেশভূমির প্রতিরক্ষার জন্য পার্টি কর্তৃক গড়ে তোলা শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী। এই মেত্রী আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে গ্রামাঞ্চলে যতোই বেশি করে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মতাদর্শিক, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

একটি প্রধান রাজনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল এবং এখনো আছে পার্টির চারিদিকে জনগণের মধ্যে একতা। জনগণের সকল প্রগতিশীল, বিপ্লবী সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি এই একতার মধ্যে মিলে-মিশে আছে।

আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনাকে দেশপ্রেম, কৃষকদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী এবং পার্টির চারিদিকে জনগণের ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না, ঠিক যেভাবে দেশপ্রেম, কৃষক-শ্রমিকের মৈত্রী, এবং জনগণের ঐক্যকে শ্রেণী-সংগ্রামের বাইরে বিবেচনা করা যায় না। তাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সংযোগ ও আন্তঃনির্ভরশীলতা আছে, এই অর্থে যে, আমাদের পক্ষ হতে শ্রেণী-সংগ্রাম সঠিকভাবে পরিচালিত হয় ও জয়লাভ করতে পারে কেবল যদি তা দৃঢ়ভাবে দেশপ্রেম, সমবায়ী কৃষকদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী, এবং জনগণের ঐক্যের ওপর ভিত্তিশীল হয়, ঠিক যেভাবে শেষোক্ত বিষয়সমূহ সংরক্ষিত ও শক্তিশালী হতে পারে কেবল শ্রেণী-সংগ্রাম এবং পার্টির প্রলেতারীয় নীতি ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে। অতএব, কেবল এই পারস্পরিক সংযোগ ও আন্তঃনির্ভরশীলতাকে মনে রেখে পার্টির অঙ্গসংগঠন ও মূল সংগঠন, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক অঙ্গ, গণসংগঠন, ক্যাডার ও কমিউনিস্টদের বাস্তব কাজে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করা যায় এবং সুবিধাবাদী অথবা গোষ্ঠীতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন ভুলগুলোকে এড়িয়ে চলা যায়।

পার্টি ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র যে বিপ্লবী পন্থাগুলো ব্যবহার করে তাদের প্রধান– রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কার্যক্রমে, তাদের শিক্ষামূলক ও সাংগঠনিক কাজে, সেগুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।

এই শক্তিসমূহের মধ্যে একটি হলো সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা। এটি সীমাবদ্ধতা ও ভুলগুলোকে উন্মোচন, আক্রমণ ও সংশোধনে, পশ্চাদমুখী পুরাতনের ধ্বংস সাধন এবং বিপ্লবী নবীনের জন্য পথের উদ্বোধনে, জনগণের বৈপ্লবিক শিক্ষাগ্রহণে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অর্জিত হতে পারে না এবং জনগণের স্তরগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রামও পরিচালনা করা যায় না।

প্রত্যেকটি চালিকাশক্তির অতি অবশ্যই রয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক ভিত্তি, সুতরাং তাদের ধারাবাহিক শক্তিশালীকরণের জন্য শ্রেণী-সংগ্রামকেও অবশ্যই হতে হবে, একই সময়ে, শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম ও জনগণের স্তরের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম– প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সংরক্ষণ ও শক্তিশালীকরণ এবং স্বদেশভূমির প্রতিরক্ষার জন্য, সমাজতান্ত্রিক সম্পদের সংরক্ষণ, সংহতকরণ ও বিকাশের জন্য, মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত।

এগুলো হলো অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামের বিষয়ে আমাদের পার্টির বিপ্লবী নীতির কিছু প্রশ্ন। শ্রেণী-সংগ্রামের বিষয়ে ৭ম কংগ্রেসের ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রয়োগ আমাদেরকে নিশ্চিতভাবেই আগের চেয়ে আরো ভালোভাবে ও অধিকতর সাফল্যের সাথে এই সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম করে তুলবে।

যতোগুলো প্রশ্ন এখানে আলোচনা করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি উপাদান যা সঠিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলো এই সংগ্রামকে অনুধাবন ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একপেশেমিকে পরিহার করা। একপেশেমি সবসময়ে ভুল, পার্টির লাইনের বিকৃতকরণের দিকে শ্রেণী-সংগ্রামকে পরিচালিত করে। বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামে একপেশেমির বহু বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তো গোষ্ঠীতান্ত্রিক অবস্থান দেখা দ্যায়, উদারতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন উত্থাপন

করা হয় তো রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়, গণলাইন প্রয়োগের দাবি করা হয় তো কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাকে ভুলে যাওয়া হয়; একটি প্রশ্নে গুরুত্বারোপ করা হয় তো অন্যটি ভুলে যাওয়া হয়।

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব, যার ওপর পার্টির বিপ্লবী লাইন গড়ে ওঠে, তার সাথে, সুতরাং পার্টির লাইনের সাথেও একপেশেমি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একপেশেমি হলো অধিবিদ্যক। পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ ও দিকনির্দেশনায়, কমরেড এনভার হোক্সার শিক্ষায়, ৭ম কংগ্রেসের ধারণা ও সিদ্ধান্তসমূহে, শ্রেণী-সংগ্রামের বিবিধ প্রসঙ্গ সবসময়েই ঐক্যবদ্ধরূপে, দ্বান্দ্বিক আন্তঃসংযোগে পাওয়া যায়। বিচ্যুতি, ভুল ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ণ উপলব্ধি এবং শ্রেণী-সংগ্রামে অসম্পূর্ণ প্রয়োগ বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে যতোটা সম্ভব এড়ানোর লক্ষ্যে, সব কিছুর আগে জরুরি হলো, পার্টির স্তরসমূহের মধ্যে ও সর্বত্র অবিরত ও খুব দৃঢ়সংকল্পের সাথে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, আমাদের পার্টির শিক্ষা ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বিশেষত পার্টির ৭ম কংগ্রেসে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্লেনামে যে সিদ্ধান্তসমূহ টানা হয়েছে এবং কার্যাবলি নির্ধারিত হয়েছে তার ভিত্তিতে।

২

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রেণী-সংগ্রামের সঠিক বিকাশের ক্ষেত্রে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার-এর প্রলেতারীয় অবস্থান

আমাদের দেশে পিএলএ-এর নেতৃত্বের অধীনে যে সকল শ্রেণী-সংগ্রাম অবিরত ও সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে, সেগুলোকে শুধু এই দেশের সমস্যাসমূহের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ সংগ্রাম হিসেবে, শুধু জাতীয় চরিত্র ও গুরুত্বসম্পন্ন শ্রেণী-সংগ্রাম হিসেবে ভাবা হয় নি এবং তা সম্ভবও নয়। বরঞ্চ এর বিপরীতে, আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল এবং আছে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে পরিচালিত সুতীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের গোটা সাধারণ প্রক্রিয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে।

আমাদের পার্টি সবসময়েই এর নীতি তৈরি করেছে বিশ্বস্ততার সাথে ও অটলভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রলেতারীয় নীতিসমূহকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, যাতে তা সক্রিয়ভাবে বিপ্লবের মহান উদ্দেশ্যের সেবা করে। এটা সে করেছে এবং করছে দুই দিকে, আলবেনিয়াতে সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণকে সফলতার সাথে ও ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে, যেটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপ্লবের বিজয়ও বটে, এবং এমনভাবে সঠিক বিপ্লবী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের মাধ্যমে যাতে তা প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্য, জনগণের সংগ্রাম এবং প্রত্যেকটি অবস্থান গ্রহণ ও কাজের সাথে বিপ্লবের অগ্রগতিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারে।

একেবারে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আমাদের পার্টি সবসময়ে শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে, বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করেছে এবং তাদের প্রতি নীতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করেছে ।

অনুরূপভাবে, দেশের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ ও নেতৃত্বদানের প্রক্রিয়ায়, পিএলএ সবসময়েই এই আন্তর্জাতিক নীতি থেকে অগ্রসর হয়েছে যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক অবস্থানে যেতে পারে কেবল তখনই, যখন তা নিজের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাগুলোকে সমগ্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিতরূপে দেখতে পায়, যে সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে আছে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বিজয়, প্রলেতারীয় মতাদর্শের নিরন্তর প্রতিরক্ষা ও প্রয়োগ, আধুনিক সংশোধনবাদ ও যেকোনো প্রকার সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই, তাদের পরিপূর্ণ উন্মোচন, অনাবৃতকরণ ও ধ্বংস সাধন।

"সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের নির্মম আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমের মুখোমুখি হয়ে, বুর্জোয়াজি, আন্তর্জাতিক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ও তাদের বর্বর শোষণের মুখোমুখি হয়ে, প্রতিক্রিয়া ও তার সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়ে", পার্টির ৭ম কংগ্রেসে কমরেড এনভার হোক্সা বলেন, "বহুগুণিত শক্তি সহকারে দণ্ডায়মান হন বিশ্ব প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবীগণ, যে মানুষগুলো মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছেন"[14]। এই বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হলো প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রাম, যা বিকশিত হচ্ছে এবং সকল দেশ ও বর্তমান দিনে সমাজের সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শেষ বিচারে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বজুড়ে প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যের জয়লাভের দিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাবে। যাহোক, স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে ভবিষ্যতের ভাগ্যকে ছেড়ে দেয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রলেতারিয়েতের অনুকূলে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের জন্য অলসভাবে অপেক্ষা করে বসে থাকার অর্থ হলো, লেনিন যা বলেছেন, "অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যুবরণ করা"।

অভিজ্ঞতা বারবারই নিশ্চিত করেছে যে, এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন একটি দেশে কিংবা কয়েকটি দেশে যুগপৎভাবে বিপ্লবের বিষয়ীগত শর্তসমূহ তৈরি হয়, বৈরি শ্রেণীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বসমূহ সবোচ্চ পর্যায়ে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, বিপ্লবের পক্ষে পরিস্থিতি পরিপক্ব হয়, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীগুলো আর আগের মতো শাসনকাজ চালাতে পারছে না, আর নিপীড়িত শ্রেণীগুলো অথবা নিপীড়িত জনগণও আর

[14] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

কোনোমতে নির্যাতন ও শোষণকে মেনে নিচ্ছে না, কিন্তু তারপরও বিপ্লব ফেটে পড়ছে না, এমনকি যদি তা পড়েও, ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাকে রক্তের স্রোতে ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এটি শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা ও তার সফল পরিণতির ক্ষেত্রে, বিষয়গত উপাদানের মহাগুরুত্বকে জোরের সাথে সামনে নিয়ে আসে। বিশেষভাবে প্রলেতারীয় পার্টি, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব, শুধু নামে নয় বরং সর্বপ্রথমে, এর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন ও কার্যক্রম, জনসাধারণের সাথে এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং বিপ্লবে নেতৃত্বদানে সক্ষমতা সাধারণভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিশেষভাবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সফল বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে নির্ধারক শর্ত ও পয়লা নম্বরের বিষয়গত উপাদানকে গঠন করে।

বিকাশের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের জনগণের বিপ্লবে সাফল্যের মুকুট লাভ এই বিষয়টিকে সবচেয়ে ভালোভাবে নিশ্চিত করে। নব্যপ্রতিষ্ঠিত আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আলবেনিয়ায় ফ্যাসিবাদী দখলদারিত্বের পর সৃষ্ট পরিস্থিতিকে অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা ছিল। 'যে পর্যন্ত সেই মহান দিন আগত হয়' সেই পর্যন্ত জনগণের বিপ্লবের প্রশ্নকে শিঁকেয় তুলে রাখার উপদলীয় উপাদানসমূহের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদের 'ট্রটস্কিপন্থী-চরমপন্থী সূত্র', যারা 'অতিবিপ্লবী বুলি' সহকারে ফ্যাসিবাদী সঙ্গীতের সাথে নৃত্য করে চলছিল– এই উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে , আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি জানত কীভাবে, স্বচ্ছ ও সঠিক রাজনৈতিক, মতাদর্শিক ও সাংগঠনিক লাইনকে সুনির্দিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে হয়। এটি ছিল জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে সমগ্র জনগণকে সমবেত ও সংগঠিত করার জন্য সংগ্রামের, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আগুনে নতুন গণক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লাইন, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে যেকোনো প্রকারের নিপীড়ন ও শোষণ থেকে সামাজিক মুক্তির সংগ্রামের সাথে সঠিকভাবে সমন্বিতকরণের লাইন। এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইনের অবিচল প্রয়োগের ফলে একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়েছে– চিরদিনের জন্য স্বদেশভূমির মুক্তি লাভ, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং সফলভাবে উন্নত পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে একটি সামন্ততান্ত্রিক-বুর্জোয়া দেশ থেকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্রমিক রূপান্তর সাধন।

এটাই হলো সেই মহান ও নির্ধারক গুরুত্ব, যা শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ এবং প্রলেতারিয়েতের অবস্থান থেকে তার সফল পরিণতির ক্ষেত্রে বিষয়গত উপাদানের রয়েছে!

শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশে বিষয়গত উপাদান হলো নির্ভরযোগ্য উপায় যার সাহায্যে প্রলেতারিয়েত ও জনগণ নিপীড়ন ও প্রচারণামূলক যন্ত্রের মোকাবেলা করতে পারে– যা সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী বুর্জোয়াজি যতোটা সম্ভব তাদের জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকে। এখন আগের চেয়ে আরো বেশি করে সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী বুর্জোয়াজি সহিংসতা ও সন্ত্রাস, মনোযোগ ভিন্নমুখীকরণ ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপের পন্থাগুলোর সাথে তাদের আশাকে গ্রথিত রেখেছে। তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ধ্বংসের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে মতাদর্শিক ক্ষেত্রের সংগ্রামকে প্রলেতারিয়েত ও জনগণকে দিকভ্রান্ত করে অধঃপতিত করতে, তাদের সচেতনতাকে দূষিত করতে, বিপ্লবের জন্য জনসাধারণের সংগঠন ও প্রস্তুতিকে বাধা দিতে, বিশেষভাবে, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক কর্মী, কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অধঃপতন ঘটানোর জন্য তাদের ওপর আক্রমণ হানতে ব্যবহার করছে। এটি শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছুই নয়, যা সাম্রাজ্যবাদ তার অবস্থান থেকে পরিচালনা করে থাকে।

আধিপত্যের জন্য লালায়িত একটি আগ্রাসী সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপান্তর, সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদীদের সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে প্রস্থান এসবই প্রলেতারিয়েত, জনগণ এবং সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর শ্রেণী-সংগ্রামকে প্রচণ্ডতর ও জটিলতর করে তুলেছে।

তাদের বিশ্বাসঘাতকতার সাফাই গাওয়া এবং প্রলেতারিয়েত ও জনগণের কাছ থেকে তা আড়াল করার জন্য, সেই সাথে তাদেরকে আরো ব্যাপকভাবে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদী এবং অন্য আরো যতোসব সুবিধাবাদী তাদের কার্যক্রমের পেছনে 'বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশ'-এর মতো কিছু তথাকথিত তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাড়ের লক্ষ্যে ধস্তাধস্তি করতে বাধ্য হচ্ছে, ধস্তাধস্তি করছে এবং সবসময়েই তা করবে।

তারা সবসময়েই তাদের বিশ্বাসঘাতকতার সাধারণ লাইনকে 'গভীরতাগামী পরিবর্তন'সমূহের ফলাফল হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে এসেছে, যা মনে হয় বুঝিবা আমাদের যুগের সারবস্তুতে ঘটে চলেছে।

ঠিক এই সমস্যার প্রশ্নে – অর্থাৎ আমাদের যুগের সারবস্তুর সঠিক সংজ্ঞায়ন – একদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং অন্যদিকে আধুনিক সংশোধনবাদ ও সকল ধারার সুবিধাবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। আমাদের পার্টি এই সংজ্ঞা তুলে ধরেছে যে, আমাদের যুগ, যার প্রধান সারবস্তু হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, "হলো দুই বিরুদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থার সংগ্রামের যুগ,

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির জন্য বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের যুগ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবলুপ্তির যুগ, অন্যান্য জনগণ কর্তৃক সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণের, বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিজয়ের যুগ"[15]।

আমাদের যুগের চরিত্র ও সারবস্তু এবং তার চালিকাশক্তির সঠিক উপলব্ধি প্রত্যেকটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির জন্য সঠিক রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক লাইন, সঙ্গতিপূর্ণ রণকৌশল ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ নির্ধারণের মূল শর্তগুলোকে গঠন করে। তার অর্থ হলো, একটি পার্টির (অথবা কয়েক পার্টির) লাইন, রণকৌশল ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারিত হয় এবং হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট যুগের সঠিক উপলব্ধি থেকে, তার সারবস্তু থেকে, অন্যদিকে সেই যুগের বিষয়ীগত সারবস্তু নির্ভর করে না (নির্ভর করতে পারেও না) একটি অথবা কয়েকটি পার্টির রণকৌশল অথবা – এমনকি যা আরো কম – ইচ্ছার ওপর। বর্তমান সময়ের সংশোধনবাদী পার্টিগুলোর ক্ষেত্রে, তারা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ও মার্কসবাদ-বিরোধী রণকৌশল ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশলকে যেনবা তা আমাদের যুগের চারিত্র্যের বিষয়ে তাদের উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এমনরূপে উপস্থাপন করতে চায়, পক্ষান্তরে তারা কেবল এই 'তত্ত্বগুলো' উদ্ভাবন করছে এমনভাবে যেন তা তাদের প্রয়োগবাদী নীতির ভিত্তিতে তাদের স্বার্থের সাথে খাপ খায়। সকল যুগের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরা ঠিক এই দিকেই তাদের অপব্যবহারগুলোকে প্রয়োগ করেছে এবং করেই যাচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বিষয়ীগত সামাজিক বাস্তবতা ও তার প্রক্রিয়াগুলোকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন ও তা থেকে ভুল, বিপ্লবী-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাদের প্রচেষ্টায় তাদেরকে 'বৈজ্ঞানিক' ভণ্ডামির দিকে পরিচালিত করে।

এই বিকৃতিকরণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে পিএলএ সমসময়েই এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে যে, আমাদের যুগের সারবস্তুকে উপলব্ধি করার একমাত্র বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড হলো, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের অবস্থান থেকে এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ও প্রপঞ্চসমূহ এবং তার চালিকাশক্তির শ্রেণী-বিশ্লেষণ, শ্রেণী-মূল্যায়ন। এর সূচনাবিন্দু হলো এ যুগের প্রধান দ্বন্দ্বসমূহের, যে পর্যায়ে সেগুলো পৌঁছেছে, তাদের সমাধানের জন্য যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে ও পরিচালনা করা দরকার যেগুলো আবার স্বয়ং এ যুগের সারবস্তুকে নির্ধারণ করে– তার লেনিনবাদী বিশ্লেষণ।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, লেনিন ও স্ট্যালিন এই যুগের নিম্নোক্ত প্রধান দ্বন্দ্বসমূহের বিষয়ে তাদের নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; শ্রম ও পুঁজির মধ্যে, সুতরাং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াজির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; নিপীড়িত জাতিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; সাম্রাজ্যবাদী, একচেটিয়া শক্তিগুলোর নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

যে ঐতিহাসিক যুগে আমরা বাস করছি তার প্রধান দ্বন্দ্ব হলো সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে এই দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যে বিদ্যমান সংগ্রামে নিজেকে প্রকাশ করে; পুঁজিবাদী সংশোধনবাদী দেশসমূহে তা প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াজির মধ্যেকার সংগ্রামের ভেতর আত্মপ্রকাশ করে; বিশ্ব পর্যায়ে এটি নিজেকে প্রকাশ করে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সংগ্রামে।

বিষয়ীগত বাস্তবতা সব দিক থেকেই এটা নিশ্চিত করেছে এবং প্রতিনিয়ত নিশ্চিত করছে যে, উধাও হয়ে যাওয়া এবং নম্র হওয়া তো দূরের কথা, আজকের দিনে এই দ্বন্দ্বগুলো গভীরতর ও তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

দুই প্রস্থ বিপরীতমুখি শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে:

একদিকে দাঁড়িয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ও বিশ্ব প্রলেতারিয়েত, বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের মহান উদ্দেশ্যের পক্ষের প্রধান সামাজিক শক্তি, এবং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, নিপীড়িত জনগণ অথবা যারা নিপীড়িত হওয়ার বিপদের মধ্যে রয়েছে, সকল বিপ্লবী, প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাপ্রিয় শক্তি।

অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ জনগণ ও সমাজতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু হিসেবে, এবং তাদের সাথে আছে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী শক্তিসমূহ, একচেটিয়া বুর্জোয়াজি, ফ্যাসিবাদী শক্তি, সকল আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও সংশোধনবাদ।

পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেস কৃত বর্তমান দিনের বিশ্ব পরিস্থিতি, একদিকে প্রলেতারিয়েতের, জনগণের, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিসমূহের উত্তাল হয়ে ওঠা সংগ্রাম, সেই সাথে অন্যদিকে নিপীড়নমূলক ও শোষণমূলক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার প্রচেষ্টাসমূহের গভীর শ্রেণী-বিশ্লেষণ আরো একবার এটাই সুনিশ্চিত করেছে যে, "একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে, পুঁজিবাদ তার দ্বন্দ্বসমূহ ও তার ক্ষতিকর দিকগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারে না, এটি একই সময়ে তার অতিমুনাফা নিশ্চিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে অসমর্থ"[16]। এই বিষয়ীগত বাস্তবতাকে হিসাবে নিতে ব্যর্থতা, বরং তার বিপরীতে 'বৈরিতার অবসান'-এর সূচনা, 'উত্তেজনার হ্রাসকরণ', 'সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ আত্মীকরণ'-এর পক্ষে প্রচারণা, এই দাবি যে,

[15] পিএলএ-এর ইতিহাস, পৃ. ৩৬৯।

[16] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১৯১।

"সাম্রাজ্যবাদ আরো বিবেচক ও শান্ত হয়েছে", আমরা এখন 'বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক অবিরোধ' ও 'সাধারণ নিরাপত্তা'-এর যুগে বাস করছি, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ক্ষয় পাচ্ছে এবং তা আগের মতো বিপদের কারণ নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি যেভাবে ক্রুশ্চেভপন্থী আধুনিক সংশোধনবাদীগণ ও অন্যান্যরা করে বেড়াচ্ছে, এগুলো বোধগম্যভাবেই কোনো 'তাত্ত্বিক ভুল', মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান হতে দুর্ঘটনাক্রমিক বিচ্যুতি নয়। আধুনিক সংশোধনবাদীগণ ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের দ্বারা আমাদের ঐতিহাসিক যুগের সারবস্তুর বিকৃত উপস্থাপনা হলো ইচ্ছাকৃত, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামকে দমন করার জন্য যাতে তা বুর্জোয়াজি, সংশোধনবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উঠে দাঁড়াতে না পারে, বরং এই পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়, বশীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত নিপীড়ন ও শোষণের জোয়ালকে মেনে নেয়। "এ থেকে", কমরেড এনভার হোক্সা বলেন, "উদ্ভূত হয়েছে আরেকটি ভুল সিদ্ধান্ত যে, লেনিনবাদ অচল হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের মৌলিক থিসিস মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে"[17]।

এর অস্তিত্বের গোটা সময় জুড়ে, সর্বদা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে দাঁড়িয়ে, পিএলএ এই ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধী তত্ত্ব ও অনুশীলনের মোকাবেলা করেছে, এগুলোকে সঠিক শ্রেণী-অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করেছে এবং দৃঢ়ভাবে, মনে সামান্য দ্বিধা না রেখেই আক্রমণ করেছে।

আমাদের পার্টি এই লক্ষ্যাভিমুখে বিশেষভাবে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে আধুনিক সংশোধনবাদী শিবিরের নেতৃত্বের অবস্থানে থাকা একটি পরাশক্তির প্রভুত্বকারী মতাদর্শ ও চর্চা হিসেবে ক্রুশ্চেভপন্থী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তার লড়াই থেকে। পিএলএ সর্বদাই সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের চিহ্ন বহনকারী এই কুখ্যাত 'তত্ত্ব'সমূহের, যেমন 'সব জনগণে'র রাষ্ট্র ও পার্টি, যে কারো সাথে এবং যেকোনো পথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', 'সামরিক বাহিনীহীন, সমরাস্ত্রহীন ও যুদ্ধবিহীন' পৃথিবী, 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লব', 'সীমিত সার্বভৌমত্ব' ইত্যাদি ইত্যাদির, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করেছে, তাদের মার্কসবাদ-বিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী সারবস্তুকে উন্মোচন করেছে এবং প্রকাশ্যে ও নির্মমভাবে তাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলেছে। আমাদের পার্টি কখনোই এই লক্ষ্যাভিমুখি লড়াইয়ে তার কণ্ঠস্বর নিচু করে নি এবং ভবিষ্যতেও তা করবে না, যেহেতু তা খুবই ওয়াকিবহাল যে, সোভিয়েত সংশোধনবাদ "সংশোধনবাদী প্রতিবিপ্লবের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ 'তত্ত্ব' ও অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সর্বক্ষেত্রে ও সব প্রশ্নে সংশোধন করেছে", যে, "'ক্রুশ্চেভপন্থী তত্ত্বসমূহ' প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ ও পুঁজিবাদের পুনর্বাসনের জন্য সচেতনভাবে নির্বাচিত কার্যধারার প্রতিনিধিত্ব করে"[18]।

অন্যসব বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী তত্ত্বসমূহ, যেমন যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীদের 'শ্রমিকদের স্ব-শাসন', অথবা 'ভোক্তা সমাজ, 'মধ্যবর্তী অপুঁজিবাদী উন্নয়ন', 'কৃতকৌশলগত-বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সমাজ' ইত্যাদি, এগুলোও এসব প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যের সেবা করে।

অনুরূপভাবে, তথাকথিত 'ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব' অনুযায়ী আমাদের যুগের সারবস্তুর 'নব্য ধারণা' – শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক – শ্রেণী-সংগ্রামের মৃত্যুবরণ করার তত্ত্ব ছাড়া কিছুই নয়, একটি তত্ত্ব যা আমাদের সময়ের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলোকে ঢেকে রাখে, যা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়, যা প্রলেতারিয়েত ও জনগণের স্তরগুলোর মধ্যে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করে।

প্রথমেই, এই তথাকথিত 'ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব', তার যমজ বোন যারা 'জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ', 'উন্নয়নশীল দেশসমূহ' ইত্যাদির কথা বলে, তাদের মতোই এ দেশগুলোকে বিন্যস্তকরণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী-মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি।

"আজকের বিশ্বে", লেনিন লিখেছেন, "দুটো বিশ্ব রয়েছে: পুরাতন বিশ্ব – পুঁজিবাদ – যা একটি বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে কিন্তু কখনোই স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না এবং উদীয়মান নতুন বিশ্ব, যা এখনো খুব দুর্বল কিন্তু যা বেড়ে উঠতে থাকবে, কেননা তা অজেয়"[19]। দেখা যায় যে, লেনিন বিশ্বের বিভাজন করেছেন শ্রেণী-মানদণ্ডের ওপর, সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের ওপর ভিত্তি করে, যেগুলো পুরোদস্তুর পরস্পরের বিরোধী, কেননা উৎপাদন-সম্পর্ক স্বয়ং, যার ওপর এই ব্যবস্থাসমূহ গড়ে উঠেছে, তারা সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী, ঠিক যেভাবে যে শ্রেণীগুলো এই ব্যবস্থাসমূহের নেতৃত্বে আছে তারাও পুরোমাত্রায় পরস্পরের বিরোধী।

বিশ্বের বিভাজনে শ্রেণীর সীমানা মুছে ফেলে, 'ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব' বিপ্লবের প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত টানে না। বিপরীতভাবে, তা বিপ্লবকে উপেক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, এই 'তত্ত্ব' অনুযায়ী, তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বে'র দেশগুলোর মধ্যে নির্ভরশীল দেশসমূহ, পুঁজিবাদী দেশসমূহ অথবা ফ্যাসিবাদ কর্তৃক শাসিত দেশসমূহ, সেই সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ রয়েছে। এই তত্ত্বের অধীনে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে আর অস্তিত্বশীল নয়, তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই 'তত্ত্বে'র সমর্থকগণ

---

[17] এনভার হোক্সা, রচনাবলি, খণ্ড ১৯, পৃ. ৪৮৮ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

[18] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

[19] ভ. ই. লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড ৩৩, পৃ. ১৫৩-১৫৪ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

এই ঘটনার মাধ্যমে এর 'সাফাই গায়' যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আরো কয়েকটি দেশে – যে দেশগুলো আগে সমাজতান্ত্রিক ছিল – ধারাবাহিকভাবে পুঁজিবাদের পুনর্বাসনের পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু এ কথা কি বলা যেতে পারে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিছু সংখ্যক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিবিপ্লবের শিবিরে গমনের কারণে সমাজতন্ত্র একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে মুছে গিয়েছে? কোনোভাবেই নয়! সমাজতন্ত্র সজীব, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ক্রমেই দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী ও আরো সংহত হয়ে উঠছে। এ হলো মানব সমাজের অনিবার্য ভবিষ্যত এবং এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে উচ্ছেদ করতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই যা বিশ্ব পর্যায়ে এর জয়লাভকে স্তব্ধ করতে পারে।

এই বাস্তবতা থেকে অগ্রসর হয়ে, প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীগণ বিশ্বকে গোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভক্ত করেন না, বরং তা করেন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে। এই মানদণ্ড অটল, এমনকি যদি বিশ্বে মাত্র একটি সমাজতান্ত্রিক দেশও অস্তিত্বশীল থাকে। লেনিন স্বয়ং যখন বলেছেন, "আজকের বিশ্বে দুটো বিশ্ব রয়েছে", তখনও তার মনের মধ্যে ছিল একটি সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং এর সঙ্গে মোকাবেলারত একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ– সেই সময়ের সোভিয়েত রাশিয়া। সুতরাং, তথাকথিত 'ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব' গ্রহণ করার মানে হলো লেনিনের শিক্ষাকে সবচেয়ে অসৎভাবে বিকৃত করা, সমাজতন্ত্রের অনিবার্য বিজয়ে কোনো আস্থা না থাকা।

একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই 'তত্ত্ব' অনুসরণের অর্থ হলো প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রকে দুর্বল করা, সমাজতন্ত্রের বিজয়গুলোর ধ্বংস সাধন করা। এই 'তত্ত্ব' প্রচার করার অর্থ হলো আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতকে লড়াই অথবা বিপ্লবে জেগে না ওঠার, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই না করার, বরং বৃহৎ পুঁজিবাদী একচেটিয়ার শোষণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার আহ্বান জানানো, এর অর্থ হলো পিনোশে, ইরানের শাহ এবং তাদের মতো আরো কিছু প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিদ্রোহ না করার, বরং তাদের দাসত্বকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো।

এই সর্বব্যাপী বুর্জোয়া-সংশোধনবাদী প্রচারণাকে অভূতপূর্বভাবে সংগঠিত করা হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের রণকৌশলের সেবায়, বিপ্লবের বিজয় এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামকে দমন করার উদ্দেশ্যে, অথবা লড়াইয়ের উদ্দেশ্যকে এমন সব দাবির পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য যাতে রক্তপিপাসু শাসকের দল বাধা না দ্যায় এবং তাতে অনুমোদন প্রদান করে। একটি পক্ষ প্রলেতারিয়েতকে বলছে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে কেননা 'গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, যার নিশ্চয়তা বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রদান করে' তার মাধ্যমে তারা সমাজতন্ত্রে গমন করবে, অন্যরা 'মতানৈক্য সত্ত্বেও ভ্রাতৃভাবে ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার প্রচারণা চালাচ্ছে, তারা বিপ্লবে জাগ্রত হতে মানা করছে, কেননা 'যদি পরাশক্তির ভারসাম্য টলটলায়মান হয় তাহলে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে', উপদেশ দেয়া হচ্ছে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে ও কোমরে শক্ত করে রশি বেঁধে 'সঙ্কট উত্তরণে'র জন্য; একদিক থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের হুমকির বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা'য় বুজোয়া সরকার ও সামরিক বাহিনী, ন্যাটো এবং ইউরোপীয় কমন মার্কেটকে সমর্থনের জন্য, অন্যদিক থেকে নিজের দেশের সংশোধনবাদী জোট, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এবং ওয়ারশ চুক্তিকে সমর্থনের আহ্বান জানানো হচ্ছে 'স্বদেশভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী হুমকি থেকে রক্ষা'র উদ্দেশ্যে। আধুনিক সংশোধনবাদী ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ঠিক এই বিষয়গুলোই আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের জন্য এ সময়ের সমস্যা, প্রলেতারীয় বিপ্লব নয়।

সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীগণ এই মৌলিক সমস্যাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখে থাকেন। তাদের কাছে বিপ্লবের প্রশ্ন আজকের দিনের আলোচ্য বিষয়। "বিশ্ব একটি অবস্থায় রয়েছে", কমরেড এনভার হোক্সা পার্টির ৭ম কংগ্রেসে বলেছেন, "যখন জনগণের বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির উদ্দেশ্য আর কেবল একটি ইচ্ছা কিংবা ভবিষ্যত সম্ভাবনা হয়ে নেই, বরং এমন একটি সমস্যায় পরিণত যা সমাধানের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে"[20]।

যা বলা হয়েছে, আমাদের যুগের দ্বন্দ্বগুলো এখন সর্বোচ্চ তীব্রতায় পৌঁছেছে। এবং, যেভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শিক্ষা দ্যায়, তা অনিবার্যভাবেই বিপ্লবের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান দিনের পরিস্থিতির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ দেখায় যে, সর্বত্র, উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা, যা অতি সম্প্রতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে অথবা উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, উভয় স্থানেই প্রলেতারীয় বিপ্লব অথবা গণতান্ত্রিক মুক্তির বিপ্লবের জন্য বিষয়ীগত শর্তসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পার্টির ৭ম কংগ্রেসের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত কোনো বিষয়গত 'ইচ্ছা'কে প্রকাশ করে না, বরং তা প্রকৃত বাস্তব অবস্থার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা হতে উদ্ভূত। আধুনিক সংশোধনবাদী এবং বিভিন্ন প্রকারের সুবিধাবাদীগণ এই অভিযোগ করে যে, প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বুঝিবা 'পরিস্থিতিকে হিসাবের মধ্যে আনে না', তারা 'স্তরগুলোকে অতিক্রম করে যেতে চায়', তারা 'অধৈর্য', এবং শুধু 'প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রশ্ন'কেই সামনে রাখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো হলো সকল দুষ্টক্ষতের দ্বারা আশ্রিত শতচ্ছিন্ন পুরোনো কৌশল। প্রকৃত বিষয় হলো, তারা নয়, সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোই বরং 'অতি-বিপ্লবী' শ্লোগান এবং ঘটনাবলির বিষয়ীগত বিকাশের মধ্যে প্রয়োজনীয় পৃথকীকরণ করে। "যারা কৃত্রিমভাবে পরিস্থিতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে চায়", কমরেড এনভার

[20] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১৮৬।

হোক্সা বলেছেন, "তাদের সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচারবোধের অভাব রয়েছে, কেননা বিপ্লবকে একদিনের মধ্যে সংগঠিত ও পরিচালিত করা যায় না। এটি একটি বিবাহ অনুষ্ঠান নয়, বরং মহান জনযুদ্ধ। যাই হোক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা লড়াই করতে ভীত নয় ⋯ এর বিপরীতে, যুদ্ধ ও বিপ্লবে তারা আরো শক্তিশালী ও অদম্য হয়ে ওঠে"[21]।

সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিসমূহ সর্বদা বিপ্লবের স্তরকে সযত্নে হিসাবের মধ্যে রাখে এবং দুনিয়ার সর্বত্র প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তাদের সকল শক্তি দিয়ে সমর্থন করেছে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের শেকলের আঙটা হিসেবে, বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশে চরম গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। পিএলএ সবসময়েই মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। "প্রগতিশীল জনগণ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ⋯ যারা তাদের সম্পদের ওপর জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে, যারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার জন্য সংগ্রাম করে, এবং তা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচারের জন্য", কমরেড এনভার হোক্সা বলেন, "তারা আলবেনিয়ার জনগণ ও রাষ্ট্রের সংহতি ও পূর্ণ সমর্থন লাভ করে"[22]।

সুবিধাবাদীরা সত্যিকার অর্থে যে উদ্দেশ্যের পেছনে ছুটছে সেটা বিপ্লবের স্তরসমূহকে 'উদ্ধার' করা নয়, বরং ঠিক বিপ্লবকেই নির্বাপিত করা, এড়িয়ে যাওয়া। তারা 'ধৈর্যে'র শ্লোগানের স্তব করে, কেননা বিপ্লবের 'শর্তসমূহ' বুঝিবা এখনো সৃষ্ট হয় নি। বাস্তবে বিপ্লবের শর্তসমূহ বিরাজমান এবং দিনে দিনে তা পরিপক্ব হচ্ছে। প্রলেতারিয়েত ক্রমাগত অধিক হারে চূড়ান্ত বর্বর শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, জীবন যাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেতে দেখছে, বেকারদের দল ভারি করার হুমকির মধ্যে আছে, অসংখ্য ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্থিতি প্রলেতারিয়েতকে এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী করছে যে, এই অনিঃশেষ ত্যাগ স্বীকারে সমাপ্তি টানার লক্ষ্যে 'সর্বোচ্চ ত্যাগ' স্বীকারের সময় এসে গিয়েছে: বিপ্লবে উত্থিত হওয়া এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

আরেকটি বিষয় বিপ্লবের জন্য প্রলেতারিয়েতের সর্বতোমুখি প্রস্তুতিকে আরো জরুরি করে তুলেছে: আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে এমন বাস্তব আশঙ্কা। একটি আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রলেতারিয়েতের দায়িত্ব এবং এটা তাকে করতেই হবে, কিন্তু যখন যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, প্রলেতারিয়েতের উচিত হলো তাকে বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করা। কিন্তু তা একদিনে সম্ভব নয়, নিয়মানুগ পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া, বিপ্লবী সচেতনতার উচ্চস্তর, উদ্যোগ ও সংগঠন ছাড়া, প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া তা করাও যায় না।

প্রতিভাশালী মার্কস আমাদের যুগের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রতকে আবিষ্কার করেছিলেন। এই ব্রত ও বিষয়ীগত বাস্তবতাকে কোনো গলাবাজি অথবা বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী 'তত্ত্ব' দিয়ে আড়াল করা যায় না।

বুর্জোয়া মতাদর্শীবৃন্দ ও আধুনিক সংশোধনবাদীগণ, সেই সাথে সকল রঙের সুবিধাবাদীরা অনেক দিন ধরেই অন্যান্য 'তত্ত্বসমূহ' বের করে আনছে, যেগুলো প্রলেতারিয়েতের এই ব্রতকে অস্বীকার করে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'টেকনোক্র্যাট' অথবা 'মধ্যবর্তী স্তরে'র হাতে এই ব্রতকে সম্প্রদান করে দিচ্ছে, যখন অন্যরা তা দিচ্ছে রাজা ও আমির, প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিবাদী সরকারগুলোর হাতে, যারা, যেসব দেশে তারা ক্ষমতায় আছে সেখানে, 'ত্রিবিশ্বের' 'তত্ত্ব' অনুযায়ী, যেনবা পরিণত হয়েছে 'বিপ্লবী চালিকাশক্তিতে, যা ইতিহাসের চাকাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়!'

এবং এসব কিছুর পরে, এই 'তত্ত্বকারগণ' ঘোষণা করে যে তারা মার্কস ও লেনিনের তত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে! কী পরিমাণে তা সত্য? "মার্কসের মতবাদের প্রধান বিষয় হলো", লেনিন বলেন, "সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা হিসেবে প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশদীকরণ"[23]।

সুতরাং এটি পরিষ্কার যে, সুবিধাবাদীগণ মার্কসের মতবাদের মূল বিষয়, সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রতকে বিকৃত ও পরিত্যাগ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া, এবং বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মৈত্রী গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী করা প্রলেতারিয়েত, জনগণ ও প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর একটি কর্তব্য।

এই সমস্যার সঠিক পরিচয়ের জন্য, যেমন অন্য যেকোনো সমস্যা অথবা প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে, স্বচ্ছ শ্রেণী-মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার নির্ধারক গুরুত্ব রয়েছে: কার সাথে এবং কীসের জন্য মৈত্রী?– এইভাবেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীগণ প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেন। এই সঠিক মানদণ্ড থেকে অগ্রসর হয়ে এটা স্পষ্ট হয় যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের জন্য এমন মৈত্রীর আহ্বান জানানো খুবই বিসদৃশ ও চরম ক্ষতিকর ব্যাপার যা

---

[21] এনভার হোক্সা, কমরেড পেড্রো পোমারের সাথে কথোপকথন, অগাস্ট ১৮, ১৯৬৫, 'রুগা ই পার্টিজে', সংখ্যা ২, ১৯৭৭, পৃ. ১৮।

[22] এনভার হোক্সা, গণপরিষদে বক্তৃতা, ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭৬।

[23] ভ. ই. লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলি, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃ. ১৭ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যশীল ভূমিকাকে অস্বীকার করে, যুগের প্রধান সামাজিক চালিকাশক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েতকে কেন্দ্র করে যা গড়ে ওঠে না, প্রলেতারিয়েত ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াজির মধ্যে, মুক্তির জন্য লড়াইরত জনগণ ও ফ্যাসিবাদী সরকার, ধর্মব্যবসায়ী, সমাজের উচ্ছিষ্টদের (লুম্পেন উপাদানসমূহ) মধ্যে বিভাজনের নির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে না। "সমাজতন্ত্র, তথা মার্কসবাদের মতবাদ অনুসারে ⋯ ইতিহাসের প্রকৃত চালিকাশক্তি হচ্ছে শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিপ্লবী সংগ্রাম", লেনিন বলেন, "বুর্জোয়া দার্শনিকদের মতানুযায়ী, প্রগতির চালিকাশক্তি হলো সমাজের সকল উপাদানের মধ্যে সংহতি ⋯ প্রথমোক্ত মতবাদটি বস্তুবাদী, শেষোক্তটা ভাববাদী ⋯ প্রথমোক্তটি বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশলকে সমর্থন করে, শেষোক্তটি করে বুর্জোয়াজির কৌশলকে"[24]।

মৈত্রীর প্রসঙ্গে মার্কসবাদ-বিরোধী 'তত্ত্বসমূহে'র বীরপুঙ্গবগণ তাদের প্রচারণাকে 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে যা প্রলেতারিয়েত ও জনগণ তাদের সংগ্রামের মধ্যে নির্মাণ করে, কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হওয়া থেকে বহু দূরেই অবস্থিত।

বিভিন্ন 'বিশ্ব' ও দেশসমূহের মধ্যে তারা 'মৈত্রী'র আহ্বান জানায়, কিন্তু এটা 'ভুলে যায়' যে, এই তথাকথিত 'বিশ্বসমূহে' ও দেশগুলোতে পরস্পরের পুরোদস্তুর বিরোধী জনগণ, শ্রেণী ও শ্রেণীস্বার্থসমূহ রয়েছে। অতএব, সুবিধাবাদীরা প্রথমত প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াজির মধ্যে দ্বন্দ্বকে মুছে ফ্যালে, বিপ্লবের জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রস্তুতি থেকে মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দ্যায়। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত 'মৈত্রী' যার সুপারিশ সুবিধাবাদীরা করে থাকে, তার মধ্যে প্রলেতারিয়েত ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পালনীয় ভূমিকা হিসাবে আনা হয় না; বিপরীতক্রমে, এই ভূমিকা হয় পুরোপুরিভাবে অসংজ্ঞায়িত রাখা নয়, নয়তো বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। এই সমস্যার প্রসঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শিক্ষা দ্যায় যে, এর সঠিক রণকৌশলগত লক্ষ্যকে অর্জন করতে গিয়ে প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে অবশ্যই দক্ষতার সাথে বিপ্লবী ব্যবহারিক কৌশলের প্রয়োগ ঘটাতে হবে, প্রলেতারিয়েতের সহজাত মিত্রদেরকে জয় করে নিতে এবং তাদের সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দ্যায় তার সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং ঐসব শক্তি ও শ্রেণীসমূহের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে যারা এমনকি খুবই সীমিত সময়ের জন্য ও সীমিত মাত্রায় বিপ্লবে আগ্রহী। "কিন্তু", কমরেড এনভার হোক্সা বলেন, "একই সময়ে এই পার্টি তার স্বাতন্ত্র্যকে অবশ্যই হারাবে না, সব ধরনের শিবিরে ঢুকবে না এবং নিজেকে ধ্বংস করবে না; বিপরীতক্রমে সর্বদাই নিজের স্বাধীনতা, নীতি ও নিয়মসমূহকে সংরক্ষিত রাখবে। তা অবশ্যই, বিনা ব্যর্থতায়, সংগ্রাম ও সঠিক নীতির মাধ্যমে বিপ্লবে তার আধিপত্যশীল ভূমিকা অর্জন করবে ⋯ কিন্তু আধিপত্যশীলতা কেউ হাতে ধরে এনে দেবে না, তাকে জয় করে নিতে হবে"[25]।

তার ইতিহাসের গোটা পর্যায়জুড়ে পিএলএ এই নীতিসমূহকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধের বছরগুলোতে তা নাৎসি-ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের ফলস্বরূপ সৃষ্ট দ্বন্দ্বসমূহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে এবং ইঙ্গ-সোভিয়েত-মার্কিন জোটকে মেনে নিয়েছে– নাৎসি ও ফ্যাসিবাদী দখলদারদের বিরুদ্ধে আলবেনিয়ার জনগণের সংগ্রামকে অন্যান্য জনগণের সংগ্রামের সাথে সমন্বিত করে। কিন্তু একই সময়ে, আমাদের পার্টি জানত কীভাবে এক পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্য পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিনদের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়; তা আরো জানত, কীভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জোটের বাতাবরণে নিজস্ব ও আলবেনীয় জনগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। এটি কখনোই আলবেনীয় জনগণের সংগ্রামকে জোটভুক্ত ভূমধ্যসাগরীয় কমান্ডের ওপর নির্ভরশীল হতে, তার দ্বারা পরিচালিত ও ব্যবহৃত হতে দ্যায় নি। এবং পরবর্তীতে, যখন ইঙ্গ-মার্কিনরা 'মিত্রে'র ছদ্মবেশে তাদের বাহিনীকে আলবেনিয়ায় প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রতি একমাত্র সেই অবস্থানই গ্রহণ করেছিল যা উচিত ছিল: তা অন্য দখলদারদেরকে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেরকে, নাৎসি দখলদারদের জায়গায় জুড়ে বসতে অনুমতি দ্যায় নি।

জোটের প্রসঙ্গে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পিএলএ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও একটি নমনীয় ও সর্বদা ন্যায়নিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করেছে। আমাদের দেশে যুদ্ধের ঠিক শুরু থেকেই তা সকল জনগণকে শ্রেণী, ধর্ম ও মতাদর্শ-নির্বিশেষে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি একক শিবিরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং যারা আলবেনিয়ার মুক্তি ও স্বাধীনতায় আগ্রহী তাদের সবাইকে জয় করে নেয়ার ব্যাপারে বিপুল কাজ করেছে। কিন্তু সেই সাথে, আমাদের পার্টি তার স্বাধীনতা, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে তার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা এবং বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্যশীল ভূমিকাকে পূর্ণাঙ্গ ও অক্ষুণ্ন রেখেছে। আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম ও নয়া গণক্ষমতার জন্য তার কর্তব্যকে – যা সংগ্রামের আগুনে তৈরি হচ্ছিল – অন্য কারো সাথে ভাগ করে নেয়ার বিষয়টি গ্রহণ করে নি বা তা হতেও দ্যায় নি। পার্টির নেতৃত্ব কর্তৃক কুখ্যাত মুকিয়ে সমঝোতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তাৎক্ষণিক নিন্দাবাদ জ্ঞাপন এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।

---

[24] ভ. ই. লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড ১১, পৃ. ৬৬ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

[25] কথোপকথন থেকে, ১৯৬৭, পার্টির কেন্দ্রীয় আর্কাইভ।

বিভিন্ন 'মৈত্রীজোট', 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির নির্মাণে'র ওকালতি করতে গিয়ে আধুনিক সংশোধনবাদী ও অন্যান্য সুবিধাবাদীগণ – যারা 'বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্যে'র আহ্বান জানায় মনে হয় যেন দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, কিন্তু আসলে যেকোনো একটির বিরুদ্ধে – দাবি করে যে, এইভাবে তারা আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করছে।

উদাহরণস্বরূপ, তথাকথিত 'ত্রিবিশ্ব তত্ত্বে'র সমর্থকরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে আহ্বান জানায় – যারা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী 'তৃতীয় বিশ্ব' গঠন করেছে – তাদেরকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি অথবা জাপান – যারা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী 'দ্বিতীয় বিশ্ব' গঠন করেছে – তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য, দুই পরাশক্তি, যা গঠন করেছে 'প্রথম বিশ্ব', তাদের – কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে কেবল একটির, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের – পক্ষ হতে আগত হুমকির মোকাবেলা করতে। যাই হোক, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আপনাদের শুধু সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে শিল্পোন্নত ১৫টি পুঁজিবাদী দেশের শীর্ষবৈঠকে দেয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টারের বক্তৃতাটি পড়তে হবে অথবা 'দ্বিতীয় বিশ্বে'র কয়েকটি উন্নত দেশ ও 'তৃতীয় বিশ্বে'র কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্যারিসে অনুষ্ঠিত তথাকথিত উত্তর-দক্ষিণ সংলাপকে অনুসরণ করতে হবে, নিজের চোখে এটার দেখার জন্য যে, কী পরিমাণ দুর্বল, শ্রেণীহীন ভিত্তির ওপর 'তিন বিশ্বে' বিভাজনের 'তত্ত্বসমূহ' – এই 'বিশ্বসমূহে'র মৈত্রীর বিষয়ে বিভ্রান্তি ও অর্থহীনতা – নির্মিত হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রধান শত্রু কোনটি তা সঠিকভাবে নির্ধারণের মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে, যদি আপনি প্রকৃত বিপ্লবী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে চান।

এই প্রশ্নে আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি সবসময়েই পরিষ্কার রয়েছে। পার্টির ৭ম কংগ্রেস আরো একবার এই মত প্রকাশ করেছে যে, "আজকের দিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, দুই পরাশক্তি, হলো জনগণের প্রধান ও সবচেয়ে বড় শত্রু, এবং তাই তারা সমপরিমাণ বিপদের জন্মদান করে"[26]।

বাস্তব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির, বিশ্ব-পর্যায়ে মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী-বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে।

১৯৩৫ সালে কমিনটার্নের ৭ম কংগ্রেস জনগণের সেই সময়ের প্রধান শত্রু হিসেবে নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিবাদী ইতালি ও সমরবাদী জাপান কর্তৃক অনুসৃত ফ্যাসিবাদকে নির্ধারণ করেছিল। এই ফ্যাসিবাদ যে জনগণের প্রধান শত্রু ছিল তা পুরোপুরিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফোরাম, যা তখন ছিল ইনফরমেশন ব্যুরো, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জনগণের প্রধান শত্রু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল; ১৯৫৭ সালের প্রথম মস্কো বৈঠকে এবং ১৯৬০ সালের দ্বিতীয় মস্কো বৈঠকে এই থিসিসের ওপর পুনর্বার গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল– ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদীদের পক্ষ হতে এই সংজ্ঞাটি এড়িয়ে যাওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে একটি সংশোধনবাদী পুঁজিবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হলো, তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি আরও একটি প্রধান শত্রু যুক্ত হলো, এভাবে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও জনগণের দুটি প্রধান, সমভাবে বিপজ্জনক শত্রু পাওয়া গেল।

আমরা বলি, এমনটা ঘোষণা করা ভুল যে, বর্তমান দিনে জনগণের দুটি প্রধান শত্রু নয়, রয়েছে শুধু একটি, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, এটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ যেনবা কেবল সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধ চায় যখন কিনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেনবা যুদ্ধ চায় না, কেননা এটি বুঝিবা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং কেবল স্থিতাবস্থাই রক্ষা করতে চায়। এই ধরনের থিসিস কেবল ভুল নয়, বরং বিপ্লব ও জনগণের পক্ষে খুব ক্ষতিকরও।

আমাদের পুরো পার্টি ও জনগণ পার্টির ৭ম কংগ্রেসের সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যে, "দুই পরাশক্তি প্রত্যেকে, আলাদা অথবা যৌথভাবে সমমাত্রায় ও সমপরিমাণে সমাজতন্ত্র, জাতিসমূহের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রধান শত্রু, নিপীড়ক ও শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থনকারী বৃহত্তম শক্তি এবং মানবজাতিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি নিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হুমকি"[27]।

পিএলএ ও আলবেনীয় জনগণের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের আগ্রাসী আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্যতম বিভ্রম ছিল না, নেই এবং থাকবেও না।

[26] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ২১৯।

[27] এনভার হোক্সা, পিএলএ-এর ৭ম কংগ্রেসের প্রতিবেদন, পৃ. ১৯৫।

যদি এটি সর্বদা নীতিগতভাবে ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে মনে রাখা না হয় যে, প্রতিটি মুহূর্তে এই দুই পরাশক্তিই আজকে সমাজতন্ত্র ও জনগণের প্রধান শত্রু; এই বড় সত্যকে ভুলে যাওয়া এক বা অপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের জন্য, এক বা অপর দেশ অথবা মানুষের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে।

এটি হয়ে থাকে যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশ দুই পরাশক্তির মধ্যে একটির দ্বারা অপেক্ষাকৃত সরাসরি নিপীড়িত বা হুমকির সম্মুখীন হয় তবে এর অর্থ এই নয় যে, সেই দেশের জন্য অপর পরাশক্তিটি শত্রু হিসেবে ছোট, বা আদৌ কোনো শত্রু নয়। প্রতিটি পরাশক্তি সর্বশক্তি দিয়ে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেকোনো দেশে তাদের বিজয়ী হওয়া ঠেকানোর জন্য, তা যেখানেই হোক না কেন। তেমনি, তাদের উভয়ের প্রত্যেকেই প্রস্তুত থাকে যে দেশই অন্য পরাশক্তিটির কবল থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তার ওপর নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ।

দিন দিন জীবন আরো স্পষ্টভাবে এটাই নিশ্চিত করছে যে, নতুন পরাশক্তি – সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ – বিশ্বের যেকোনো জায়গায় অনুপ্রবেশের জন্য, বাজার ও প্রভাবের বৃহৎ ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য, অপর পরাশক্তির সাথে 'উপযুক্ত অংশীদার হিসাবে' প্রতিযোগিতার জন্য, নিজের স্বার্থের ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার জন্য এবং একই সাথে জনগণ, প্রলেতারিয়েত ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে আবার তার সাথেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সকল উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করছে। কিন্তু এই পরাশক্তির আগ্রাসী প্রকৃতির সঠিক মূল্যায়ন করার সময় পিএলএ কখনোই এই মত পোষণ করে নি, এখনো করে না যে, অপর পরাশক্তিটি – মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ – কম বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই সুবিধাবাদীরা যেমনটা দাবি করে, আপনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অবহেলা করতে পারেন, অথবা এমনকি নির্ভর পর্যন্ত করতে পারেন! পিএলএ-এর দৃষ্টিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ উভয়ই সমানভাবে বিপজ্জনক, সমান বর্বর ও আগ্রাসী, সুতরাং কারোরই এদের এক বা অন্যের ওপর, বা অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী রাষ্ট্রগুলি, যারা এই দুই পরাশক্তির বিশ্বস্ত মিত্র, তাদের ওপর নির্ভর করা অবশ্যই উচিত নয়।

কেবল সঠিক মূল্যায়ন এবং রণকৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের যুগে সমাজতন্ত্র ও জনগণের প্রধান শত্রু হলো এ দুই পরাশক্তি– এই পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির মাধ্যমেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে পারা যায়।

কেবল বিষয়সমূহের আসল অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এই সঠিক উপলব্ধি ও বোঝাবুঝির মাধ্যমে শ্রেণী-সংগ্রামকে বহিঃস্থ ফ্রন্টে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যেতে পারে, এক পরাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অন্যটির বিরুদ্ধে লড়াই থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন না করে এই সংগ্রামকে সমাজতন্ত্রের প্রধান শত্রু হিসেবে দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালনা করা যেতে পারে।

এক বা অন্য পরাশক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক সংগ্রাম বন্ধ বা হ্রাস করা বা এক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অন্যটির ওপর নির্ভর করার, এক বা অন্য আন্তর্জাতিক ঘটনা অথবা এক বা অন্য আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রতি গ্রহণীয় অবস্থানকে শ্রেণী অবস্থান থেকে সুনির্দিষ্ট না করে ব্যবহারিক বা প্রয়োগবাদী অবস্থান থেকে তা করার, একটি পরাশক্তির বিরোধিতাকারী শক্তিসমূহের, এমনকি যখন তারা অন্য পরাশক্তিটির দ্বারা ব্যবহৃত অথবা পরিচালিত হচ্ছে এবং যারা নিজেরাও অতি-প্রতিক্রিয়াশীল, সর্বদা সেই শক্তিগুলোর পক্ষ নেয়ার ভুলগুলোকে এড়ানোর এটাই একমাত্র পথ।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের তথাকথিত সদ্ব্যবহারের বিষয়ে সুবিধাবাদীদের তত্ত্ব ও কার্যক্রমকে আক্রমণ করে পিএলএ জোর দিয়েছে:

প্রথমত, যে দেশ বা দেশগুলোতে প্রলেতারিয়েতদের একনায়কতন্ত্র জয়ী হয়েছে তাদের পক্ষে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের সুযোগকে ব্যবহার কেবল গৌণ ও অস্থায়ী ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। জীবন যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রমাণ করছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত যতোই প্রচণ্ড হোক না কেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আগ্রাসী পদক্ষেপের আসল বিপদ প্রতিটি মুহূর্তে সর্বদা বিদ্যমান। কমরেড এনভার হোক্সা বলেছেন যে আমাদের অবশ্যই "শত্রুদের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্বগুলি সঠিকভাবে, নির্ভুলভাবে, আমাদের সুবিধার জন্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও বিপ্লবে উত্থিত জনগণের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে হবে, অবশ্যই তাদেরকে ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত করতে হবে এবং অব্যবহিত বিপদকে অতিক্রম করার ও পরবর্তীতে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদীরা অনিচ্ছাভরে যে বিশেষ ছাড় অথবা সুবিধা প্রদান করে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া চলবে না ... আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অবশ্যই সর্বদা ব্যবহারিক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে, তবে এই কৌশলগুলিকে অবশ্যই আমাদের মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, এবং তাকে আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও বিপ্লবের স্বার্থে গৃহীত রণকৌশলের সেবা করতে হবে"[28]।

দ্বিতীয়ত, আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার এই মতামতকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে যে, আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বসমূহের ব্যবহার, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসাবে নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না এবং তা এক বা কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্কীর্ণ স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ থেকে অগ্রসর হয়ে, এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে কার্যকর করা যেতে পারে

[28] এনভার হোক্সা, প্রতিবেদন ও বক্তৃতামালা, ১৯৭০-৭১, পৃ. ৪৬০-৪৬১।

না। স্ট্যালিন বলেছিলেন, "আমি চিন্তা করতে পারি না কীভাবে আমাদের প্রজাতন্ত্রের স্বার্থসমূহ ⋯ পশ্চিমের শ্রমিকদের বিপ্লবী অভিপ্রায় ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের সর্বোচ্চতা দাবি করে না, বরং দাবি করে এই কার্যক্রমের হ্রাস, বিপ্লবী অভিপ্রায়ের দুর্বলীকরণ"[29]।

তৃতীয়ত, আমাদের পার্টি, লেনিনের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে, কখনো এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরটিকে সমর্থন দান হিসেবে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের সদ্ব্যবহারের কথা কল্পনা করে নি। জনগণের ন্যায্য জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ও আন্দোলনকে সমর্থন করার সময় পিএলএ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বদা সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে, বিশ্বের জনগণকে সতর্ক থাকার এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা যে আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তার বিপদকে প্রতিহত করার জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী সমস্ত কিছু করার আহ্বান জানিয়েছে। তবে যদি এই রকম যুদ্ধ শুরু হয়, পিএলএ লেনিনের এই শিক্ষাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, "বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধির দায়িত্ব হলো বিশ্বব্যাপী মারণযজ্ঞের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ... এটিই হলো আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং এটি আন্তর্জাতিকবাদী বিপ্লবী কর্মী, প্রকৃত সমাজতন্ত্রীর কর্তব্য"[30]।

এই সমস্ত সমস্যার বিষয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সকল ধারার আধুনিক সংশোধনবাদের মধ্যে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াজির মধ্যে, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের বাহিনীর মধ্যে একটি মারাত্মক লড়াই চলে এসেছে এবং এখনো চলছে। এটি একটি নির্মম শ্রেণী-সংগ্রাম যা, যেমনটি আমরা জোরের সাথে বলেছি, সমগ্র সমাজকে জড়িত করেছে এবং এ সময়ের সবচেয়ে মৌলিক ও উদ্বেগজনক সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত।

* * *

ইতিহাস সর্বদা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবস্থান থেকে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, এটিকে পরিচালনা করার ব্রত দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত ও প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী চেতনার বৃদ্ধি ও তার সংগ্রামের উত্থানের সমান্তরালে এবং এই সংগ্রামের ফলস্বরূপ, অনেকগুলো দেশে যেখানে পূর্বতন কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সংশোধনবাদে পিছলে পড়েছিল, এখন কয়েক বছর ধরে সেখানে নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির উত্থান ঘটছে এবং তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের মহান উদ্দেশ্যটিকে তারা পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই পার্টিগুলি এখনো নবীন, তবে স্পষ্টতই যেহেতু তারা হলো বিপ্লবী নতুনের চারাগাছ, ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে তারা বেড়ে উঠবে এবং আরও সংহত হবে, প্রকৃত, প্রমাণিত নেতা হয়ে উঠবে।

নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির উত্থান ও বিকাশের এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াটির মহান গুরুত্বকে অনুধাবন করে আমাদের পার্টি অব লেবার সর্বদা তাদের সঠিক লাইনের পেছনে দাঁড়িয়েছে; মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সকল দিকে তাদের সমর্থন করেছে– এই পার্টিগুলোর জন্য প্রকৃত ও আন্তরিক সহযোগিতাকে তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করতে ব্যর্থতা, বা এমনকি তারচেয়েও খারাপ, 'সহায়তা'র অন্তরালে তাদের মধ্যে আদর্শিক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির জন্য প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করার অর্থ হলো প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবের উদ্দেশ্যের বৃহৎ ক্ষতিসাধন করা।

যথাযথভাবে সংগ্রামের এই পথে ও এই সমস্যাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিসমূহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে। সম্প্রতি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, যেমন জার্মানি, ইতালি, পর্তুগাল, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পার্টিগুলোর দ্বারা অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকতাবাদী মিছিল-সমাবেশ থেকে দেখা যায় যে, এই নতুন পার্টিগুলি দিনকে দিন শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের দেশের অন্যান্য নিপীড়িত জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করছে।

ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে এই নতুন বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর মধ্যে, তাদেরকে আজ যতো ক্ষুদ্র ও শক্তিহীনই মনে হোক না কেন; অন্যদিকে সংশোধনবাদী দলগুলির – যদিও আজ তাদেরকে বৃহৎ ও শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে – ভরাডুবি হবে, যেভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ও সংস্কারবাদী পার্টিগুলোর হয়েছে।

বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচণ্ডতর হয়ে উঠবে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিনের অমর শিক্ষায় আলোকিত প্রকৃত বিপ্লবীগণ বেশি বেশি করে তাদের স্তরগুলোতে সমাবেশিত হবে, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশ, প্রকৃত বিপ্লবী পার্টিগুলোর নেতৃত্বের অধীনে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠবে। সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সংশোধনবাদ-বিরোধী বিপ্লবী শিবির দিন দিন আরো সম্প্রসারিত হবে এবং প্রলেতারিয়েতের জয়, জনগণের বিজয় আরো সন্নিকটে আসবে।

---

[29] জ. ভ. স্ট্যালিন, রচনাবলি, খণ্ড ৮, পৃ. ১১১ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

[30] ভ. ই. লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড ২৮, পৃ. ৩২৫ (আলবেনীয় সংস্করণ)।

এই মহান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সংশোধনবাদ-বিরোধী শিবিরের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে, আমাদের পার্টি ও জনগণ নিরলস ও ধারাবাহিক শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা এবং দেশের সমগ্র জীবনের নিরন্তর বিপ্লবীকরণের অপরিবর্তনীয় গতিধারা, শ্রেণীমৈত্রীর প্রবাহ এবং বিশ্বের প্রলেতারিয়েত ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে। এই পথে আমাদের পার্টি ও জনগণ তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব যথারীতি পালন করবে এবং সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হবে।

অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম